শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা গীতামৃত

পঞ্চম ভাগ।

সাধনতত্ত্ব

মহাজনী পদাবলী

প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী সাধু
১১৫।৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শুভ ঝুলনপূর্ণিমা
১লা ভাদ্র, ১৩৪৪ সাল

[মূল্য—এক টাকা।]

মহাত্মা ক্ষেপার কুলগুরু

সূচীপত্র

গান	বিষয়			পৃষ্ঠা

সখীবেশে মহাত্মা ক্ষেপা

(শ্রীশ্রী৺গৌরীধাম—নবদ্বীপ)

উৎসর্গ পত্র

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক সর্বজনবিদিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারতাদি ন্যূনাধিক ৩০ খানি শ্রীশ্রীগৌরলীলা গ্রন্থ প্রণেতা, প্রাচীন পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুর-বংশীয় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ পরিবার, শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজননিষ্ঠ মদীয় পরমারাধ্য গোলোকগত পিতৃদেব শ্রীল হরিদাস গোস্বামীপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন,—

বাবা! আপনি গোলোকে, আর আমি ভূলোকে। জন্মাবধি ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীচরণের কাছে রাখিয়া একসঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতে শিখাইয়াছিলেন। আপনারই শিক্ষার ফলস্বরূপ এই কবিতাসমষ্টি প্রকটকালে আপনি কত আনন্দের সহিত পাঠ করিতেন। সন্তানের সামান্য উপহারও পিতার নিকট আদর পাইবে এই ভরসায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনারই শ্রীকরকমলে ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

আপনার স্নেহের কন্যা-

"সুশীলা"

ভূমিকা

'চতুঃসম' নামটি সর্বসাধারণের নিকট একটু দুর্বোধ্য মনে হইতে পারে—উহার ভাবার্থ বিশদ করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য।

চতুঃসম একপ্রকার গন্ধদ্রব্যের নাম। পূর্বকালে বিলাসের উপকরণরূপে ইহার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত কাব্যাদিতেই চতুঃসমের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। শ্বেতচন্দন, মৃগনাভি, কর্পূর এবং কুঙ্কুম এই চারি প্রকার গন্ধদ্রব্যের মিশ্রণে চতুঃসম প্রস্তুত হয়।

কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু :
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকো শশিনঃ স্যাৎ চতুঃসমম্॥ গরুড় পুরাণ

অর্থাৎ দুইভাগ মৃগনাভি, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম (জাফ্‌রাণ) এবং কর্পূর একভাগ, চতুঃসম সংমিশ্রণের প্রণালী।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই চারিভাবের উপাসনায় ভক্ত শ্রীভগবানের অনন্ত মাধুর্য্য অনুভব করিয়া থাকেন। শান্ত রসের উল্লেখ করিলাম না, কারণ শান্তভক্তের উপাসনা নামে মাত্র ভক্তি, পরন্তু উহা জ্ঞানেরই কিঞ্চিদূর্দ্ধাবস্থা। দাস্যে ঐশ্বর্য্যময় প্রভু বাসুদেব নারায়ণরূপে ভক্তের উপাস্য—সখ্য-বাৎসল্য-মধুরে শ্রীভগবানের শুদ্ধ মাধুর্য্যময় রূপই উপাস্য। সখ্যের ভজনীয় কানাইয়ালাল—বাৎসল্যের ভজনীয় নীলমণি গোপাল এবং মধুর রসে নবনটবর কিশোর শ্যামসুন্দর রূপই ভক্তের প্রাণারাম।

চতুঃসমের সহিত তুলনা করিয়া বিশ্বপাবন এই চারিভাগের অপার মাধুর্য্যের কণিকা মাত্র আস্বাদন করাই এই ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

চন্দন—দাস্যভাব। শ্রীভগবদ্দাস্যের সুশীতল তাপহারি মাধুরী তাঁহার ভূরিভাগ্য দাসগণেরই অনুভবনীয়। যুগে যুগে সাধকবৃন্দ এই ভাবে ভগবানের উপাসনা করিয়া তল্লব্ধ বিপুল আনন্দরসে মগ্ন হইয়া ভোগ ও মোক্ষ উভয়কে সমভাবে তুচ্ছ করিয়া থাকেন। যে ভাবের সাধকবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান স্বয়ং বলেন "দাসানাং দাসোঽহং"—অর্থাৎ আমার দাসগণের আমিই দাস হই। যাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া তিনি "অহং ভক্তপরাধীন"—প্রভৃতি করুণার সারভূত মহাবাক্য প্রচার করিয়াছেন,—যে ভাবের উপাসক ভুবনপাবন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, সনকাদি ভক্তবৃন্দের মহান্ উদার কীর্ত্তিগাথা আজিও বিশ্বসংসারের পাপতাপ দূর করে, যাহার মাধুর্য্যমহিমা স্বয়ং ভগবানই জানেন—সে মাধুর্য্য বর্ণনার প্রয়াস করা বাতুলতা।

কস্তুরি—সখ্য। সখ্যরসের মাধুর্য্য বাস্তবিকই মৃগনাভির মনোমদ ঈষত্তীব্র, যোজনব্যাপী সুমিষ্ট গন্ধের সহিত তুলনীয়। ইহার তাপ-হারিতার সহিত মৃগনাভির স্নিগ্ধ-চিক্কন-কৃষ্ণবর্ণের উপমা প্রযোজ্য। ত্রিভুবনের অধীশ্বর স্বয়ং যে ভাগ্যবান সাধকবৃন্দের সুখ-দুঃখের সম অংশী হইয়া প্রাণারাম বান্ধবরূপে বাহুতে বাহু বন্ধন করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাঁহারাই এ রসের মহামাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারেন। যে রসে সাধকগণ সর্ব্বশক্তিমান অপার ঐশ্বর্য্যময় জগন্নাথকে নিজের সমতুল্য বয়স্যবোধে হাস্যপরিহাস, উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং পরস্পর স্কন্ধে আরোহণাদি পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, প্রতিক্ষণে নব নবায়মান সেই সুমধুর সখ্যমাধুরী বর্ণনার বিষয় নহে—অনুভবনীয়।

কর্পূর—বাৎসল্য। সিত-সুন্দর কর্পূরেরই মত বাৎসল্যরসের সুশীতল-সুবাস দিগন্তব্যাপী। এ রসে সাধক জগৎপতিকে পাল্যবোধে লালন করেন। বিশ্বসংসারের প্রণম্য যে ভাবের বশে 'মা' বলিয়া

ভক্তের চরণধূলি শিরে ধারণ, এবং ভক্ত যে ভাবের মহিমায় গোপালের চিবুক স্পর্শপূর্বক সাদর আশীর্বাদে জগন্নাথের প্রণাম গ্রহণ করেন, সে বাৎসল্যের মহিমা এ ক্ষুদ্র শক্তিহীন লেখনীর বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। ইহা সমষ্টি-বাৎসল্যের ঘনীভূত-মূর্ত্তি মা যশোদার নিজস্ব ধন। তবে কথঞ্চিৎ আস্বাদনের লোভ ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

মধু হইতেও সুমধুর বাৎসল্যরসের মাধুরী অতি বিচিত্র। ইহাতে সর্বপ্রণম্য প্রণত,—সর্বপালক স্বয়ং পালনীয়,—বিশ্বশাসক শাসনাধীন সর্বশক্তিমান শক্তিহীনের ভাণে "আধপদ খলিতগমন"—যাঁহার মায়ারচিত সংসারলোভে জীব অনন্তকাল লুব্ধ-বিভ্রান্ত, তিনি এই রসে নবনীতলুব্ধ অভিমানী বিমুগ্ধ বালক, এবং ত্রিভুবনের একমাত্র সান্ত্বনার স্থলকে এ রসে ভক্ত সান্ত্বনা করেন। বাৎসল্য-রসে সাধক নিজে কর্পূরেরই মত শুভ্র, স্নিগ্ধ হ'ন এবং কর্পূর-বাসিত সুশীতল পানীয়ের ন্যায় নিজ প্রেমানন্দে সমস্ত জগৎকে পবিত্র, সুস্নিগ্ধ করেন।

কুঙ্কুম—মধুর। মধুরের মাধুরী অতুলনীয়। রাগ অর্থে রক্তিমা, ইহাতে কান্তের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ,—কুঙ্কুমেরই মত চিত্তহারি গন্ধযুক্ত হরিদ্রাভ, গাঢ় অরুণ বর্ণ। এ রসে সাধক জগন্নাথকে নিজ নাথবোধে প্রেমের বহু বহু বিচিত্র ভাবসম্পদে সেবা করেন। সর্বস্বাত্মসমর্পণে কান্তের তুষ্টিই এ রসের লক্ষ্য। ইহার গাঢ়তা, তন্ময়তা, মাদকতা অনন্যসাধারণ। নিজসুখেচ্ছাবিহীন এই প্রিয় সেবার নাম—প্রেম, ইহা কামগন্ধহীন। অন্য রসে এ জাতীয় "পরাণ-পাগলকরা" ভাব সম্ভবে না।

যে মধুর ভাবের উন্মাদনায় গোপনারী হইয়া শ্রীমতী রাধিকা জগৎপতির স্কন্ধে আরোহণ করিতে গিয়াছিলেন, দাস্য ভাবের

ভক্তাগ্রগণ্য উদ্ধব ব্রজে আসিয়া যে ভাব-ভাবিতা ব্রজরমণীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। প্রেমের প্রকট-মূর্ত্তি, নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব যে ভাবের ভাবুক হইয়া আপামরসাধারণকে প্রেমরসে প্লাবিত করিয়াছিলেন সেই পরম সাধ্য মধুর প্রেমের কথা লেখনীমুখে প্রকাশের চেষ্টা করাও শোভা পায় না। স্বয়ং মহাপ্রভু এবং তাঁহার অগণ্য ভুবনপাবন ভক্তবৃন্দ এই ভাবের মাধুর্য্য মহিমা শতশতবার শতশত প্রকারে গান করিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যবান—অতি ভাগ্যবান শ্রীভগবানের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র সাধক, নিজ অন্তরে এই ভাবের অফুরন্ত রস অনুভব করিয়া থাকেন।

এই চারি ভাবের সংমিশ্রণে এই ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থখানি চতুঃসমেরই ন্যায় শ্রীভগবদ্‌রসবিলাসী ভক্তগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করুন ইহাই প্রার্থনা।

পরিশেষে বক্তব্য আমার আ-কৈশোরের নীরব উপাসনা এই কবিতা সমষ্টি, সম্ভবতঃ এ জীবনে অপ্রকাশিতই থাকিত। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহারই কিয়দংশ আজ প্রকাশ করিলাম কেন? সর্বকারণ অন্তর্যামী শ্রীগুরু প্রেরণাই ইহার মূল কারণ।

অতঃপর বহিরঙ্গ কারণ আমার পুত্রোপম স্নেহাধার কাব্য-রসাস্বাদে আগ্রহশীল শ্রীমান্ কৃপাসিন্ধু মহাপাত্র। ইহারই আপ্রাণ আগ্রহ, চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই গ্রন্থ প্রকাশ ও মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে।

কোন কোন কবিতা শেষে কৃষ্ণদাসী নামে ভনিতা আছে, উহা দীনা লেখিকারই শ্রীগুরুদত্ত নাম। ব্রজলীলা পদাবলী রচনাতে ঐ নামই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরমারাধ্য মদীয় ৺পিতৃদেব শ্রীল হরিদাস গোস্বামীপ্রভুর নবম বার্ষিক বিরহ-উৎসব-বাসরে সমাগত ভক্তবৃন্দের শ্রীকরে সমর্পণের জন্য মাত্র ২০।২২ দিনের মধ্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও সংশোধিত হওয়াতে ভুল, ত্রুটি থাকারই সম্ভাবনা। সহৃদয় পাঠকগণ মার্জ্জনা-পূর্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। কিমধিকমিতি—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গকুঞ্জ
বুড়াশিবতলা।
পোঃ নবদ্বীপ।
৯ই পৌষ, ১৩৬১ সাল।

দীনা লেখিকা—
শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী।

—: সূচী-পত্র :—

দাতা।

দয়াল! তব চরণে রাখি মাথা,
তোমার সম কে আর আছে দাতা?
পাথার মাঝে পসারি' হাত　　　তরণী'পরে তুলেছ নাথ!
অকূল ভব জলধি-জল-ত্রাতা।
ভরিয়া মন পূরিয়া প্রাণ　　　উপচি' উঠে তোমার দান
গাহিয়া শেষ হ'বে না গুণগাঁথা,
রাঙা চরণে লুটাই তাই মাথা।

দয়াল! তব চরণে দিনু শির,
তোমার দয়া অতীত পৃথিবীর।
তুমি দিয়াছ কি মধু নাম　　　"কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ রাম"
নামের বলে আজিও আছি স্থির,
অনল শত দহন জ্বালা　　　নিমেষে হয় তুষার ঢালা
পাষাণ প্রাণ গলিয়া বহে নীর,
চরণে তাই লুটায়ে দিনু শির।

দয়াল! তব চরণে দিনু মন,
তোমার সম কে আছে মহাজন?
দিয়াছ সব শাস্ত্র সার　　　সাধন কৃপা কুসুম আর
অনুভবের মাণিক অগণন,
আথর পড়ি তারি আলোকে　　　পরাণ পূরি যায় পুলকে
বোধের বাতি জ্বলিছে সবখন,
চরণতলে গলিয়া পড়ে মন।

দয়াল ! তব চরণে দিনু প্রাণ,
গণিয়া শেষ হ'বে না তব দান।
তুমি দিয়াছ গোপালধন, দিয়েছ তার চাঁদবদন,
দিয়েছ চির শরণ সুখধাম,
দিয়েছ তার চরণ সেবা এমন দিতে পারিবে কেবা ?
জনম ভরি করিব গুণগান,
তব চরণে সমর্পিনু প্রাণ।

দয়াল ! তব চরণে দিনু দেহ,
জননী-শত বিজিত তব স্নেহ।
কি অঞ্জন মাখায়ে মোর কাটায়ে দেছ আঁখির ঘোর
ঘুচা'য়ে দেছ সকল সন্দেহ,
দেখালে রূপ কি অভিনব জগৎ জুড়ি' বিরাজ তব
কি জ্ঞান দিলে জানেনি যাহা কেহ,
চরণতলে লুটায়ে দিনু দেহ।

দয়াল ! তব চরণে দিনু চিত;
আকুল প্রাণ পুলকে কম্পিত।
আমার শুভ অশুভ মতি তোমারে দিনু দীনের পতি !
সকল ভার—সকল ক্ষতিহিত,
আমার খেলা আমার ধূলি, মলিন ভাঙা খেলেনাগুলি
লহ আমার যা কিছু সঞ্চিত,
তব চরণে সঁপিয়া দিনু চিত।

দয়াল ! তব চবণে দিনু হিয়া,
গলিয়া আজি পড়িছে লুটাইয়া।

উদার তব মধুর ভাষা, দিয়াছে মোরে অসীম আশা,
অভয় বাহু রেখেছ পসারিয়া,
স্বরগ কিবা নরক মাঝে, কোল যে তব সেথাও আছে
ভরসাহীনে দিয়াছ দেখাইয়া,
হৃদয় তাই পড়িছে লুটাইয়া।

দয়াল! মোর কি আছে সঁপিবার?
কাঙাল প্রাণ কাঁদিছে বার বার,
বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত, তব চরণ-বিমুখ-চিত,
তোমারি পায়ে সঁপিনু তার ভার,
জীবন ভরা আমার শত অপরাধের পুঞ্জ যত,
আকুল ব্যথা ব্যাকুল বাসনার,
চরণতলে কি দিব আমি আর?

চির-ঋণী

পড়ি রাজপথের ধূলায়,
মলিন আশ্রয়হীন লতা,
মৃতপ্রায় গড়াগড়ি যায়,
ব্যথার উপরে লাগে ব্যথা ॥

*　　　　　*

প্রভাতের সূর্য্যের সমান
উজ্জ্বল কিরণময় দেহ,
আরক্ত গৈরিক পরিধান
পদ্মনেত্রে ঝরে পড়ে স্নেহ !
দীর্ঘ দণ্ড ধরি বাম করে,
করিলা করুণ দৃষ্টিপাত,
কি স্নেহ কাঁপিল বিম্বাধরে,
কৃষ্ণ বলি প্রসারিলা হাত ॥
সেই শুষ্ক প্রাণহীন লতা,
সযতনে লইলা তুলিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে ক্ষত আর ব্যথা
পদ্ম হস্তে দিলা মুছাইয়া ॥
তাঁর তপোবনের অঙ্গনে
আপনার কুটীর দুয়ারে।
কৃষ্ণ নামামৃত বরিষণে
শত স্নেহে রোপিলেন তারে

বিশাল সে পদ্মনেত্র বাহি
ঝর ঝর ঝরে অশ্রুধার,
সেই মন্দাকিনী অবগাহি,
লতা হ'ল জীবিত আবার ॥
হের দেখ—কুটীর বেড়িয়া
সেই লতা শতবাহু মেলি'—
সন্ন্যাসীরে হেরিয়া হেরিয়া
দেয় তার কুসুম অঞ্জলি ॥
দেয় তা'র বিফল জীবন,
ভরিল যে সফলতা ধনে।
দেয় তা'র মৃত দেহ-মন,
প্রাণ পেল যাঁর প্রাণপণে ॥
হের ঐ বৎসল উদার,
স্নেহ সার করুণা বিগ্রহ,
শ্রীকর প্রসারি লয় তা'র
ফুলহার, নেত্রে ঝরে স্নেহ ॥
করে ধরি সেই পুষ্পাঞ্জলি
—"মদনগোপাল জয় রাধে!
মদনগোপাল! জয়" বলি'
সমর্পিল শ্রীচরণ চাঁদে?

* *

লতা রে! কি দিবি কাঙালিনী! আপনা বিকা'লে শোধ নয়
জীবনে মরণে—চিরঋণী—শুধু গাও—গাও তাঁরি জয় ॥

কৃতজ্ঞ

ভঙ্গুর মোর ভক্তি-বাঁধন
শ্রীচরণে পরি' প্রভু!
বন্ধের মত রয়েছ সতত
দূরে যাও নাই কভু।
এই সংশয়-কম্পিত ক্ষীণ
কণ্ঠের আবেদনে
সফল করেছ সকল যাচনা
পূরায়েছ সেই ক্ষণে।
আমি দূরে দূরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
যখনি' এসেছি ঘরে,
তখনি দেখেছি ও কমল আঁখি
অনিমেষ মোর তরে।
শতদ্বারে আমি শতবার যাচি
তব দ্বারে আসি শেষে
অঞ্জলি মোর উপচিয়া দাও
করুণার হাসি হেসে।
দয়াল আমার! উদার আমার! মহিমার হিমালয়!
গুণ গাহিবার ভাষা নাই আর জয় জয় তব জয়।

মলিন এ'মনো মন্দিরে ভরা
কত তৃণ কত ধূলি;

সারি সারি সারি সাজায়ে রেখেছি
মাটির খেলেনাগুলি।
সবটুকু ঠাঁই জুড়েছে তারাই
তারি মাঝে অনায়াসে,
আপন আসন আপনি বিছায়ে
বসিয়াছ এক পাশে।
সেবা নাই সেথা অর্চ্চনা নাই
বন্দনা গুণ-গীতি,
খেলার ধূলায় ধূসর করেছি
ঠেলিয়া ফেলেছি নিতি।
তবু তার মাঝে বিরাজ করিছে
আমার দুঃখহারী।
কোন অপরাধ লও নাই নাথ!
চির কল্যাণকারী।
বন্ধু আমার! সুহৃদ আমার! দরদিয়া সদাশয়
গুণ গাহিবার ভাষা নাই আর জয় জয় তব জয়

চঞ্চল মতি ধৃতিহীন রতি
চপলা চমক প্রায়,
বিন্দুরে কর সিন্ধু প্রমাণ
নিজ গুণ গ্রাহিতায়।
সাগর সমান আপনার দান
রাখ না ত নাথ! মনে,
শুধু স্মর করে তৃণগাছি আমি
সঁপিয়াছি শ্রীচরণে।

নিজ শত কৃত অজ্ঞ হে নাথ !
কৃতজ্ঞ মোর কাজে,
গুণলেশে হেন বহু গুণ করে
জগতে কে আর আছে ?
বারেকের ডাকা ক্ষণেকের প্রীতি
দিনেকের আবাহনে,—
জীবন ভরিয়া তারি শোধ দাও
শত শত বিতরণে।

হৃদয় আমার ভরিয়া গিয়াছে আনন্দ বিস্ময়,—
গুণ গাহিবার ভাষা নাই আর জয় জয় তব জয়।

তুচ্ছ প্রাণের কৃপণ যে দান
তারি এত সফলতা !
আশা ভরা এই ভালবাসা হায় !
তারি এত বাধ্যতা !
না জানি তোমারে, প্রাণ ভরে, যদি
ভালবাসিতাম নাথ !
অকপটে যদি ডাকার মতন
ডাকিতাম দিবারাত,
যদি অবিচল শ্রদ্ধার বলে
বাঁধিতাম পা' দুখানি,
ওই মুখে চিত অবিমুখ হ'ত,
কি করিতে,—নাহি জানি।
না জানি তোমার ভাণ্ডার খুলি,
কোন্ ধন দিয়ে দান,

সেই মহাঋণে অঋণী হইতে
রাখি মহাজন মান।
অভয় আমার! বরদ আমার! বৎসল! আশ্রয়!
ভক্ত অধীন চিরপরাধীন জয় জয় তব জয়!

পূর্ব্ব-স্মৃতি

বাগান ভরা বসোরা বেলী ভুবনভরা বাস
ভাবের ধনী তোমরা মহারাজ!
সাজানো বাঁধা বাগানে তব ফুটেছে ফুলরাশ
আমার শুধু চয়ন করা কাজ।
তোমাদেরই সে যত্নে রসে
প্রস্ফুটিত কুঞ্জে বসে'
তুলিয়া ফুল সাজাই আমি ডালা
আমার কোলে আঁচল ঝাঁপা
তোমাদেরই সে বকুল চাঁপা
মনের মত গাঁথিয়া তুলি মালা।

সাগর সম রত্নাকর তত্ত্বমণি ভরা
জ্ঞানের খনি তোমরা মহারাজ!
উদার দ্বার ভাণ্ডারে সে প্রবেশ পথ করা
ধারণা ধরা আমার শুধু কাজ।
অগাধ জল গহনতলে
নাগের শিরে মাণিক জ্বলে
ডুবিয়া তারে করি গো আহরণ

তারি আলোতে উজ্জ্বলিয়া
হাসিয়াছে এ বিকচ হিয়া
গড়ি না মণি, আমি যে অজাভন।

ধ্বনির ছড়ি আঘাত করি সুরের ঢেউ ওঠে
গানের গুণি তোমরা মহারাজ!
বারিধি সম বাতাসতলে শব্দধারা ছোটে
আমার তথা শ্রবণ করা কাজ।
দিকবিদিকে তরঙ্গিত
ধ্বনিত মন মথিত গীত
পরাণ তাহে গলিয়া হয় লীন
তোমাদেরই সে গানের সুরে
মর্ম্ম মম উঠেছে পূরে
কণ্ঠে তারি প্রতিধ্বনি ক্ষীণ।

তোমরা জ্ঞানী তোমরা গুণী তোমরা মহারথ
তোমরা পথী দিশারি মহারাজ!
বিশাল বাঁধা প্রশস্ত সে ধীরাজ রাজপথ
আমার তথা হাঁটিয়া চলা কাজ।
যুগ হ'তে সে যুগান্তরে
পন্থা রচি চরণভরে
তোমরা চল অগম দেশগামী
গুরু! তোমারে প্রণাম করি
নূতন পথ আমি না গড়ি,
হে মহাজন! অনুগ তব আমি।

কবিতার প্রতি

হে সুন্দরি! তোমার রূপে আমার দিক্ ভুল
নয়ন নদী ভাসায় দুই কূল।
আপন ভোলা উতলা মন মাঝে
তোমার কালো আঁখির তারা ভুলায় সব কাজে
কাজের বেলা পিছন হ'তে দু'হাতে ধর ঢাকি'
আমার দু'টী আঁখি।

সোহাগে মোর কণ্ঠ ধরি, কি কহ সাবধানে
সকল কথা যায় না শোনা কাণে
স্ফুরিত তব অধরপুটখানি
হেরিয়া ফিরি ফিরিয়া হেরি মরিতে চাহি আমি
রূপসি মোর! প্রেয়সি মোর! আমার সোহাগিনী
গগন বিহারিণী।

প্রেয়সি, মোর জীবন-রবি চাহিছে পশ্চিম
তোমার এ কী উদয় নব-দিন?
আলোয় আলো করিয়া সারাবেলা
চকিত বন-হরিণী সম খেলিতে চাহ খেলা
চপল গতি চরণ সনে ছুটেছি পাছে পাছে
ধরিতে পারি না যে।

যাহাই দেখ তাহারি লাগি একি এ ছুটাছুটী
রজনী দিবা হাসিয়া কুটি কুটি

চতুঃসম

আনন্দে যে আনন উছলিয়া
গলিয়া ঝরে হাসির সাথে কেমন করে হিয়া
জীবন মিশে মরণ সনে পাগল বুঝি হ'বো,
অমৃত-বিষে তব।

জনম ভোরে করেছি তোরে জীবনসঙ্গিনী
এমন কভু দেখিনি রঙ্গিনী
জাগিয়া ভোর করেছি কত নিশা
ঈষৎ তব হাসির লাগি' কি আশাহীন তৃষা
পড়িয়া যবে রহিত মোর বাঁধন খোলা বেলা
খেলিতে না ত খেলা।

যতনে কত রতন আনি অতল সিঞ্চিয়া
অতনু তনু দিয়াছি সাজাইয়া
হেরিয়া ফিরি আবার ফিরে হেরি
মানস অলি আকুলি' উড়ে চরণ ঘেরি ঘেরি
আমার বাণী আমার রাণী আমার কল্পনা
কবিতা মনোরমা।

প্রেয়সি তোরে তুই আঁখিতে রাখিতে নারি ভরি
সকল জনে দেখা'তে সাধ করি।
আমার প্রিয়া—আমার প্রিয়তমা!
অরূপ তব ও রূপরাশি নয়নে ধরিল না
ডুবিয়া উঠি উঠিয়া পুন আবার যাই ডুবে
অতল অপরূপে।

কবিতার প্রতি

প্রেয়সি মোর! শেষের খেয়া হ'য়েছে ভরা ভারি
ওতেই মোরে দিতেই হবে পাড়ি।
কাজের কাজ ভুলা'য়ে মোরে অকাজে টেনে সখি!
কি কাজ হবে ভাবিয়া দেখেছ কি?
আমার মন-মথন-করা অমিয়া ভাবময়ি!
সময় আর কই?

রঙ্গময়ি! এ অবেলাতে কেন এ কৌতুক?
থর থরিয়া কাঁপিয়া উঠে বুক
নয়নে তব ও কোন দেশী শিখা
নূতন করি পড়িবে কি এ জীবন-স্মৃতি-লিখা!
আমার গান আমার প্রাণ আমার নব নব!
নূতন বুঝি হ'বো।

এস

(১)

প্রহার কর প্রহার কর প্রহার কর নাথ
দেহ কর হে জর্জ্জরিত মর্ম্মঘাতী বাণে ;
ক্ষমার ভার সহে না আর কর হে কশাঘাত
শোণিত স্রোত বহাও নাথ ! প্রাণের মাঝখানে
অনেকদিন বেদনাহীন সুখের আবিলতা
রেখেছে মোরে জড়ের মত চেতনাহীন করি,
এবার মোরে আঘাত করে, জাগাও দিয়ে ব্যথা
এস গো তবে হৃদয়ভেদী নিশিত শেল ধরি' ।

(২)

অশ্রু-নদী বহায়ে যদি পার হে গলাইতে
তুষার সম অসাড় মম চেতনাহারা প্রাণ
গর্ব্বে চির উচ্চ শির পার কি নামাইতে ?
মানিব তবে দণ্ডধারী ! কলুষহারী নাম ।
গত আগত হইল কত নিদাঘ-মধু-শীত,
ক্লান্তি ভাঙা অরুণ রাঙা চরণে নাহি চাই
কি অবসাদ ঘিরেছে নাথ ! সকলি বিপরীত
অনেকদিন সকল ভোলা কাঁদন কাঁদি নাই ।

(৩)

চরণমূলে যেদিন তুলে দিয়াছি আপনারে
তুমি ত তা'রে আদর ক'রে চরণে নিয়েছিলে !

প্রসাদী নির্ম্মাল্য সে যে আজিকে কেন তা'রে
লোভের মাঝে ভোগের মাঝে ছড়ায়ে ফেলে দিলে ?
লক্ষ লোকে চাহিয়া দেখে মলিন দীন বেশ
দারুণ লাজে মর্ম্মে বাজে করুণ অভিমান—
ছড়ায়ে গেছি হারায়ে গেছি আছে কি অবশেষ
খুঁজে কি পাবে ? বিষম ঘায়ে হয়েছি খান্ খান্।

(৪)

তোমারি সে ত ? হয়েছে গত তাহার সব আশা
আজিকে তা'র অন্ধকার সকল অবসান
আজি বুঝিব বন্ধু ! তব কেমন ভালবাসা ?
কাঁদাও মোরে কাঁদাও মোরে জাগাও প্রাণে প্রাণ
করুণা মাখি কমল আঁখি সজল ক্ষমা নিয়ে,
অমন ক'রে চেয়ো না আর পাষাণ হ'য়েছি যে,
অনলশিখা-বর্ষী সখা ! তীব্র দিঠি দিয়ে
এবার মোরে দহন কর দহন কর নিজে।
রিক্ত কর সিক্ত কর শোণিত ধারা পাতে
দগ্ধ করে' অঙ্গারেরে কর গো লালে লাল।
(যেন) তোমার প্রেমে অশ্রু নেমে আসে গো তারি সাথে
এস রুদ্র ! মধুর ! এস এস নন্দলাল !

মন্থন

কত লোক লোকান্তর কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া
কত জন্মান্তর
মানবের মর্ম্ম লয়ে কি অসীম বেদনা মন্থন
চলে নিরন্তর।
মথিত ব্যথিত হিয়া উচ্ছ্বসিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠে
আলোড়ন-ঘায়
আধারে ধরিতে নারি ক্ষীণ তনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মুক্তি ভিক্ষা চায়।
কত আশা বাসনার তরঙ্গিত আবেগ স্পন্দনে
কাঁপে মর্ম্মতল
কত সুখ কত দুঃখ নিরাশার তীব্র আলোড়নে
ফেনিল উচ্ছল
বেদনা মথনী ধরি ওগো ও অদৃশ্য মন্থনক!
চির অহর্নিশ
ব্যথিয়া মানব হিয়া মথিয়া কি পাইলে অমৃত
কিম্বা শুধু বিষ?
ও মন্থন দণ্ডাঘাতে ফুকারিয়া কাঁদে আর্ত্তহিয়া
অসহ্য বেদন
কবে এ বেদনাময় চিরন্তন মর্ম্ম মন্থনের
হবে সমাপন?

উদ্ধৃত নবনীসার তক্র সম অন্তর আমার
ক্ষোভশূন্য হবে
হৃদয় মন্থন-ধন নবনীতে হে নবনীপ্রিয় !
তৃপ্ত হ'বে কবে ?

যদি একবার

[১]

কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন অন্ধ, বড় বেদনায় বিকল প্রাণ।
হিয়ার ভিতরে, কি যে মোর করে, হিয়া বিনে কেহ জানে না আন ॥
আঘাতের পরে আঘাত আসিছে কোথা সান্ত্বনা শান্ত কর।
রজনী দিবস, বিফল বিরস, বার মাস যুগ যুগান্তর ॥
শ্রান্ত নয়ন, শ্রান্ত চরণ, সংসার পথ ভ্রান্ত আমি।
কাহারে সুধাব, সুধালে কি পা'ব ? সব সংশয় ঘুচান বাণী ॥
যদি একবার দেখা পাই তার, সুধাই দুখানি চরণে কেঁদে
এত দুঃখভরা কেন তব ধরা ?
তুমি "আনন্দ" কহে যে বেদে ॥

[২]

কতজন এসে, ভালবেসে' বেসে' শেষে ভেসে যায় কালের স্রোতে।
অতীতের কত, স্মৃতি শত শত, লবণের মত হৃদয় ক্ষতে ॥

কত ভালবাসা, কত সাধ আশা, আঁখির নিমেষে মুছে কি সব ?
এত আঁখিজল প্রেম নির্মল এও কি মিথ্যা ? অসম্ভব !
একি লক্ষ্যহারা, সৃজনের ধারা মানুষের প্রাণে প্রাণ কি নাই ?
পরাণে পরাণে বাঁধিয়া যতনে শেষে টানাটানি মরিয়া যাই !
যদি একবার দেখা পাই তার সুধাব তাহারি চরণতলে
প্রেম কি অলীক ? তবে কেন বেদ ? প্রেমের স্বরূপ তোমারে বলে ॥

[৩]

সাধু শাস্ত্রমুখে শুনি বার বার মায়ামোহ পাপ করিতে নাই ।
কেন তবে চারিদিকে প্রীতিময় স্নেহমাখা মুখ দেখিতে পাই ?
কেন তারা টানে পরাণে পরাণে কেন আঁখি ঝরে তা'দের তরে,
একখানি মুখ বিহনে পরাণ আকুল হইয়া কাঁদিয়া মরে ॥
একখানি হিয়া জীবন ভরিয়া আনের ধেয়ানে রহে মগন ।
পাপ যদি হ'বে কেন—কেন তবে জীবে জীবে এই আকর্ষণ ?
যদি একবার দেখা পাই তার সুধাই লুটিয়া সে পদমূলে
ভালবাসা যদি পাপ তবে কেন
ভালবেসে নর আপনা ভুলে !

[৪]

চারিদিকে শুনি হাহাকার ধ্বনি ভুবন ভরিয়া শোকের ধারা ।
পদে পদে বাধা ব্যথা বিকলতা সারা বিশ্ব যেন পালকহারা ॥
শতবার টুটে অবলম্বন শত শতবার ভাঙ্গিছে ভুল ।
অকূল পাথার মাঝারে সাঁতার দুবাহু পসারি খুঁজিছে কূল ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ত না পাই, কোথাও কি নাই আশার লেশ ?
শুধু হতাশার অসীম আঁধার গভীর বিষাদে জীবন শেষ ।

যদি একবার দেখা পাই তা'র পুছি দুটি রাঙা চরণে পড়ি।
এত ক্রন্দন কেন নারায়ণ রাখিয়াছ সারা জগত ভরি ॥

[৫]

যাহারে হিয়ার মাঝে চেপে ধরি শূন্য পূর্ণ করিতে হায়।
কালের আহ্বানে ক্রমে মিলাইয়া চিহ্ন রাখিয়া চলিয়া যায় ॥
মরণ তোরণে শমনের ভেরী ঘোর রোলে বাজে দিবস রাত!
কার আবাহন না জানি কখন হৃদয় ভেদন ঘণ্টানাদ ॥
আজি যা'র মুখ হরে সব দুখ কালি সে লক্ষ যোজন পার।
প্রাণ বলি দিলে খোলে না খোলে না শমন-তোরণ একটিবার ॥
যদি একবার দেখা পাই তার সুধায়ে ঘুচাই দারুণ খেদ—
কেন নশ্বর তব চরাচর
তুমি যে 'সত্য' কহয়ে বেদ ॥

[৬]

যদি একবার দেখা পাই তার সৃজন যাঁহার বিশ্বলোক।
এ দুটি দুর্বল ভুজে শ্রীচরণ বেড়িয়া জানা'ব আমার শোক ॥
ছাড়িব না তারে পুছিব পুছিব কেন বন্ধন সৃজিলে নাথ।
মাধুরী ভরিয়া প্রেম নিরখিয়া শেষে বিয়োগের বজ্রাঘাত ॥
যদি একেবারে কাড়িয়া লইবে নিমেষের তরে কেন বা দাও?
ক্ষুদ্র আমরা বেদনা-বিধুর মোদের কাঁদায়ে সুখ কি পাও?
তুমি আনন্দ চির-ঘন-সৎ তুমি নিখিলের পরম পতি।
তুমি ত উর্দ্ধে নিম্নে আমরা সন্তান তব ক্ষুদ্রমতি ॥
মোদের ক্ষুদ্র বক্ষ পীড়নে উঠে যে রক্ত-উৎস প্রভু!
তাহা কি তোমার কমলনেত্র বাষ্প সজল করে না কভু?

চতুঃসম

জীবে ব্যথা দিয়া কোন্ সুখ পাও বল বল আজ করুণাময় !
একবার দেখা পাইলে তাহার ঘুচা'ব আমার এ সংশয় ॥

বিশ্বকবির প্রতি

হে কৌশলি ! ধন্য তব লীলা কুশলতা ।
নিপুণ তুলিকাপাত্র, হেসে উঠে অকস্মাৎ
মনোহর চিত্র হেরি তথা ॥
মানুষের বুকভাঙ্গা, আতপ্ত শোণিত-রাঙ্গা,
সৃষ্টির বৈচিত্র্য সে তোমার ।
হতাশের অশ্রুজল, মুক্তা যেন টলটল,
সাজাও শোভন তারাহার ॥
হে ভাস্কর !
ধন্য তব বিমোহন কারু ।
পঞ্জর করিয়া ভিন্ন, তোমার সূচিকা-চিহ্ন,
আঁকিতেছে কত চিত্র চারু ॥
একটি ক্ষতের পাশে, অন্য ক্ষত অনায়াসে,
লীলাভরে চলিছে অঙ্গুলি ।
হেথায় আঁকিছ ছবি, প্রাণহীন বিশ্বকবি !
প্রাণে প্রাণে বুলাইছ তুলি !

বিশ্বকবির প্রতি

জানো কি ? ভাস্কর !

কোথায় বিঁধিছে তব সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ

সূচিকার মুখে ফুটে, ঝলকে ঝলকে উঠে,

জানো কি ও কোন্ রক্তরাগ ?

আছে কি হৃদয় বলে, কিছু তব বক্ষতলে

জানো কি মরমে কত ব্যথা ?

জানো কি মর্ম্মের তল, কি অনুভূতির স্থল ?

কি গভীর ক্ষত হয় তথা ?

তুমি ত হৃদয়হীন নাথ !

তোমারি সৃজিত ধরা, কেন বেদনায় ভরা,

কেন হাহাকার অশ্রুপাত ?

এদেরো হৃদয়হারা, সুখ দুঃখ চিন্তা ছাড়া,

কেন করিলে না হায় প্রভু !

কেহ কাঁদিত না বৃথা, কোন অনুযোগ কথা,

শুনাইতে আসিত না কভু ।

হে চক্রিন্ ! চক্র তব কর সম্বরণ—

আর পারিব না যে ;

থামাও থামাও একবার ।

শ্বাস নিয়ে যাব পুনঃ, বারেক মিনতি শুন,

শ্বাসরোধ হতেছে আমার ॥

ছিন্ন ভিন্ন দেহ মোর, চক্রের ঘর্ঘর ঘোর,

কর্ণে আর কিছু নাহি যায়,

চতুঃসম

হে নাথ! হে চক্রধারি! আর ত সহিতে নারি,
থাম থাম, থামাও আমায়॥

না

মম মরম পরশ ক'রো না গো
আছে কাঁটা বেঁধা সেইখানে
বহু যতনে মুছেছি তুলো না গো
সেই ভোলা স্মৃতিহারা গানে।
মোর প্রাণের বারতা পুছো না কেউ
তথা দিও না দিও না হাত
সে যে সাগরের মত উতাল ঢেউ
বহু যত্নে দিয়েছি বাঁধ।
মোর নয়নে নয়ন রাখিও না
ওগো দূরে দূরে সরে থাকো
আর অমন করুণ চাহিয়ো না
এই মিনতি আমার রাখো!
আমি চাহি না ব্যথার ব্যথিত গো
হায় দরদ সহিতে নারি
আমি ভুলে যে'তে চাই অতীত গো
চাহি রুধিতে অশ্রুবারি।

আমি আপনার মনে বেঁধেছি মন
মুছে ফেলেছি চোখের জল
আমি নিভায়ে দিয়েছি নিরিন্ধন
মোর গৃহদহা চিতানল।

থাক শ্মশানের ছাই ছুঁয়ো না আর
আছে অনলে কি বিশ্বাস ?
যদি জ্বলিয়া উঠে সে আরেকবার
তবে জীবন করিবে গ্রাস।

সেদিন ও এদিন

প্রভাতবেলা প্রথম মেলা আঁখির পাতে মন
ঝরিল যবে সোহাগ-সুধাধার
বরণ ক'রে লইলে মোরে নূতন বধূসম
গলায় দিলে রতন মণি হার।
যাচিয়া এনে না চাওয়া ধনে পূরিয়া দিলে কর
যেদিকে চাই সেদিকে পাই বিজয় সমাদর
সেদিন প্রাণ পুলকভরে প্রণত থর থর
দাতার পায়ে করিল পরণাম,

চতুঃসম

কপটহীন কণ্ঠে তা'র স-গদ্‌গদ স্বর
তোমারি প্রভু তোমারি এই দান।

আজিকে এযে এসেছ সেজে গ্রহীতা মহাজন
খুলিয়া নিলে বরণ-মালা মোর
লক্ষবার যাচিয়া আর না পাই যাচা-ধন
ভাগ্যাকাশে ঘনা'য়ে আসে মোর।
আকুল আঁখি তুলিয়া রাখি যাহার মুখ প্রতি
কোনোখানেই নেই গো নেই করুণা একরতি
যেদিকে চাই সেথাই পাই বিবাদ ব্যথা ক্ষতি
সকল দিকে হরণ আর হারি।
আজিকে কেন কহিতে নারি চরণে করি নতি
"যাহার দান, গ্রহণ এও তারি?"

———

রূপান্তরিত

যে ছিল পঙ্কের তলে একেবারে লীন,
এ জীবনে উঠিবার সম্ভাবনা হারা
ঘোর অন্ধকারে গাঢ় কলঙ্কে মলিন,
তার নেত্রে উঠে নাই রবি শশী তারা ॥

হে পরশমণি !
তাহারে কেমন করি বাহিরে আনিলে ধরি
কোন্ মন্ত্রে আকর্ষিলে গহ্বরের ফণী
সূর্য্যের কিরণে আজি মলিন সে মুখ,
শতচক্ষে প্রকাশিয়া কি দেখ কৌতুক ?
মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া মরিছে লজ্জায়,
বাঁচুক তোমার দৃষ্টি অমৃত ধারায়।
হে নাথ ! হে অয়স্কান্ত ! মহাশক্তিধর !
জীবিত জীবনে তারে দেহ রূপান্তর ॥

পঙ্ক তার হউক চন্দন,
কলঙ্কের অলঙ্কার, ঝলকিয়া অঙ্গ তার
বন্দনা করুক ও চরণ।
কাম তার প্রেমরূপে উঠুক প্রকাশি,
লোভ হোক রুচি তার, ক্রোধ তেজোরাশি।

মোহ প্রীতিরূপে গলি' পড়ুক নীরবে,
মদ রূপান্তর হোক্ দাসীর গরবে ॥
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া তার ঘৃণিত স্বভাব,
হোক্ কৃষ্ণদ্বেষী-জনে নিতান্ত বিরাগ ॥
নহে মৃত্যু—নহে যাদু—নহে লোকান্তর,-
(তোমার পরশ লভি'—মলিন অন্তর)
এ জীবন—এই দেহ হোক্ রূপান্তর ॥

আবার

বৈশাখে রৌদ্রদগ্ধ
প্রকৃতি নীরব স্তব্ধ
ভয়ে যেন হ'য়ে আছে কাঠ,
শুষ্ককণ্ঠ রুদ্ধতালু
ধূ-ধূ করি উড়ে বালু
জ্বলে গেছে তৃণ তরু মাঠ।
কষ্টে বহে ঘনশ্বাস
জীবনের নাহি আশ
আকাশ হতাশ সম স্থির,

আবার

অন্তরে অব্যক্ত ব্যথা
গুমরিছে কাতরতা
পথ নাহি হইতে বাহির।

*   *

ওরে মূর্চ্ছাহত মন
পথ কর্ নিরীক্ষণ
আবার আষাঢ় হবে হবে,
আকাশ আঁধার করে
আবার আসিবে ভরে
নব-মেঘ—
গুরু গুরু রবে।
আকাশ ভরিয়া ছায়া
প্রাণে বুলাইতে মায়া
ঝর ঝর শ্রাবণ-ধারায়,
মৃতবীজ অঙ্কুরিত
শ্যাম-শষ্পে উপচিত
ধরণী হাসিবে পুনরায়।
আবার রজনী দিন
বরষা বিরামহীন
বাতাস বহিবে শন্ শন্
আবার আসিবে শীত
জুড়াবে দগধ চিত
পথ চা' রে আশাহত-মন!

শীতান্তে

হে বিশ্ব-প্রকৃতি !
হে মহতী শক্তিরূপা
হে অরূপা ! অপরূপা !
মহাশক্তি মহাবলবতী ।
হে দেবি ! নগণ্য কীট আমি !
কৃতাঞ্জলি—ভীত নত
চরণে শরণাগত
মোরে রক্ষা কর হে ঈশানি !
বাসন্তী বসনাঞ্চল
শুক্ল জ্যোৎস্না ঝলমল,
উড়ায়ো না দিগন্ত ব্যাপিয়া,
সুতীক্ষ্ণ শাণিত-স্বরে
কুহু কুহু কুহু করে
দিও না—দিও না কাঁদাইয়া ॥
তোমার নদীর জলে
মানিক ঝিলিক ঝলে
রজত ধবল ঢেউগুলি ।
পাগল পবন এসে
গায়ে পড়ে হেসে হেসে
পলাইলে চোখে দেয় ধূলি ॥

* *

শীতান্তে

স্তব্ধ-স্থির—তুহিন কঠিন,
মহাযোগীশ্বর প্রায়
শীতের শীতল কায়
তাহারি মাঝারে ছিনু লীন
তরু, লতা, নদী, নীর
আকাশ বাতাস স্থির
যোগভঙ্গ ভয়ে ভীত সব,
তাহার তুষার কর
সর্ব্বেন্দ্রিয় করে জড়
আঁখি মুদি আছিনু নীরব।

* *

সহসা কি উর্ব্বশীর বেশে
নামিলে গগন দিয়া—
দশদিক্ মুগধিয়া
দাঁড়াইলে স্রস্ত-মুক্তকেশে।

* *

হে বহিঃপ্রকৃতি!
তোমার চরণে ধরি
যাও ফিরি—যাও ফিরি
লহ ধূলি লুণ্ঠিত প্রণতি॥
এসো অন্তরের পথে,
আমার মানসরথে
শুচিবেশে ভুবন ভুলানি,

চতুঃসম

এসো কালিন্দীর জলে.
এসো বংশীবট-তলে,
বরণ করিয়া লই আমি ॥
আমার মদন-মদ
মদ্দন যে কৃষ্ণপদ
তাহারি অরুণ রঙ নিয়া,
পিচ্‌কারি ভরি ভরি
খেল হোরি, খেল হোরি
তনু প্রাণ দাও ভাসাইয়া ॥
জ্ঞান হর—বুদ্ধি হর,
আমারে উন্মাদ কর
নাচাইয়া লহ যেথা মন।
আরো রূপ—আরো রূপ!
ভয় প্রতি রোমকূপ,
আনন্দে ভাসাও বৃন্দাবন ॥

অকাল-বসন্ত

সারাটি রজনী ঘুমাইয়াছিনু গভীর নিদে
কে জানে কখন আসি'—
সোণার কাঠির পরশ ছোঁয়া'য়ে অবশছন্দে
হাসিল উচ্চহাসি।
নয়ন মেলিয়া চমকি দেখিনু ধরিত্রীতে
কোন ঠাঁই নাই দুখ,
আঁখি চাহে মোর আকণ্ঠ পূরি' চুমুক দিতে
ভোরের আলোকটুক।
নারিকেল শাখে দধিয়াল ডাকে শ্যামার সাথে
কাকলী সুধার স্রোত
উঠে অমৃতের অঞ্জন লেপি আঁখির পাতে
সোণার বরণ রোদ।
সহসা কে যেন মাঘের আকাশে কুয়াসা চিরে
কাঁদিয়া উঠিল আহা—
তপ্ত ইক্ষু সমান শ্রবণে লাগিল কি রে—
'পিউ কাঁহা—পিউ কাঁহা।'

আজি যেন মোর বিবাহ-বাসর সাহানা-সুরে
নহবতে উঠে ধ্বনি,

কি যেন কি এক আশার আবেশে পরাণ জুড়ে
আনন্দ আগমনী।
যেন মোর কোন্ পথ-চাওয়া-ধন আসিবে আজি
শতযুগ অবসানে,
প্রাণ যেন তারি আসার আশয়ে চলেছে সাজি'
অহেতুক অভিযানে।

*　　*　　*

ওগো নট! ওগো রহ রহ এ কী হে চঞ্চল?
কেন এত তাড়াতাড়ি?
রাঙাইয়া দিল একেবারে মোর সারা আঁচল
(তব) পুলকের পিচ্‌কারি।
এখনো ত তব সহকার শাখা হয়নি নত
চ্যুত পল্লব ভরে,
দোহদ-ফুল্ল অশোক তরু তো হয়নি স্নাত,
শোণিতের নির্ঝরে।
হিমজড়-দেহে গেহে গেহে সব ঘুমা'য়ে আছে;
রঙ্গিনী ব্রজবধু?
মোহন বাঁশী যে এখনো বাজোন কাণের কাছে, কেমনে জাগিব বঁধু!
চোখেমুখে লাগে আনন্দবান তন্দ্রা-ভাঙা
জাগিয়া উঠিয়া দেখি
চরণ হইতে শীর্ষ অবধি আবির রাঙা
অকাল ফাগুয়া এ কি?

নীরদের প্রতি

বঁধু—বঁধু মোর! চঞ্চল বঁধু! রসিয়া পিয়া! ওগো অনপেক্ষিত
অজানা সুখের আবেশে আজিকে মুগ্ধহিয়া আনন্দে কম্পিত।

নীরদের প্রতি

নীরদ তোমার মেঘের দুয়ারে
কাতারে কাতারে যাচকে,—
গিয়াছে ভরিয়া; তারি মাঝ দিয়া
জুড়াইয়া দিলে চাতকে।
তুলিয়া গগন গলিয়া গলায় পড়িল
চিরতৃষাক্ষাম রিক্ত পরাণ ভরিল
জীবন যাহার শুধু হাহাকার
জুড়াল তাহার দাহকে,
তোমার সমান অবিরল দান
কুড়াল' সকল গ্রাহকে।
বারিদ তোমার বরদ মূরতি
শকতি জগত জগতমোহিনী,
যাবার বেলায় বলে যাই আজ
কখন যে কথা কহিনি,
তুমি কি জানিবে কি দিয়াছ কবে কেমনে?
দেয় যে তাহার সে দান রহে না স্মরণে।

চতুঃসম

স্বাতি লগনে যে জলের মহিমা
শুক্তি হৃদয়গাহিনী
জল-লবে যার মুকুতা উজলে
সেই জানে তা'র কাহিনী।

জলদ তোমার অবিরলধার
প্লাবন আনিল ভুবনে
সাগর কাঁপিল তটিনী ছাপিল
শীকর ব্যাপিল পবনে।

তুমি কি জানিবে—হে মোর দানের দেবতা!
চিরবারিহারা নিদাঘ-সাহারা বারতা,
তা'র পরাণের পরতে পরতে
কি করে সঘন শ্রাবণে
তুমি জান না সে ফোটা কত বারি
কি অমর মরু-জীবনে।

অগাধ অপার নীল পারাবার
নীরে নহে তৃষা নিবারণ,
কত নদনদী সাধি বারবার
পায়নি অধর পরশন,
কণ্ঠ তা'হার বিস্তার করি' শুধু তা'র
বারিদেবে যাচে 'বারি দে বারি দে' বারবার
চির যাচনার নীর সে তাহার
একধার তা'র বরষণ—

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রকিশোরাষ্টক

তুমি কি জানিবে চির-উপবাসী
পিপাসী-বুকের শিহরণ।

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রকিশোরাষ্টক

(১)

তরুণ তমাল জিনিয়া সুন্দর,
স্নিগ্ধ-শ্যাম-কান্তি দীর্ঘ কলেবর।
আপাদমস্তক মধু হ'তে মধু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

(২)

পীত-পটাম্বরে সৌদামিনী খেলা,
চরণ চুম্বিছে বৈজয়ন্তী মালা।
অধরে মুরলী উগারিছে মধু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

(৩)

শিখিপুচ্ছে কিবা চূড়ার টালনি,
বঙ্কিম নয়নে তরল চাহনি।
গজবর-গতি যশোদার যাদু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

(৪)

প্রসর-হৃদয়ে তারাবলী-হার,
ক্ষীণ-কটিতটে কিঙ্কিণী-ঝঙ্কার।
চরণে নূপুর বাজে মৃদু মৃদু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

(৫)

শ্রীমুখে অলকা-তিলকা অতুল,
ঈষত হাসির হিল্লোল-মৃদুল।
শ্রীরাধাবল্লভ রসময় বঁধু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

(৬)

আজানু-লম্বিত শ্রীভুজযুগল,
তাহে করপদ্ম সুগন্ধি শীতল।
যাহার পরশে তৃপ্ত ব্রজবধু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

(৭)

বিম্বাধরে কল-মুরলী আলাপ।
শ্রবণ-পরশে ঘুচায় সন্তাপ।
অন্তরে বাহিরে সুখময় শুধু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

(৮)

অতীব সুঠাম ললিত সুন্দর,
মধুর-মুরতি লীলানটধর।
গোকুল-গগনে সনাতন বিধু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু।

চৌরাষ্টক

(৯)

সর্ব্বগুণমণি রসিক সরল,
প্রেমে ঢুল ঢুল নয়ন-কমল।
কৃষ্ণদাসীয়ার ভজনীয়-বঁধু,
ব্রজেন্দ্রকিশোর জয়তু জয়তু॥

চৌরাষ্টঃ

বিজনে গহনে কোনো আর বনে
সন্তর্পণে ফিরিগো একা
সদা সাবধান সন্ধান করি
কোন্‌খানে পাই চোরের দেখা
ধন-চোর কত মন-চোর যত
অবিরত চুরি সতত তা'র
অপরূপ চুরি চাতুরী পটুয়া
হাতে হাতে ধরে সাধ্য কার?
অষ্ট প্রহর প্রহরার মাঝে
নিমেষে প্রবেশি লয় সে তুলি'—
আসা যাওয়া তা'র লক্ষ্যের বা'র
সাক্ষাতে দেয় চক্ষে ধূলি।

চতুঃসম

কত বিধবার কণ্ঠের হার
এক সন্তান করে সে চুরি—
কত সনাথায় অনাথা করিয়া
মর্ম্মের মাঝে বসায় ছুরী।
আকিঞ্চন যে তাহারো কুটীরে
খোঁজে ফিরে ফিরে ঝুলিটি ঝাড়ি।
স্বভাব এ তা'র অভাবের নহে
অনেক নিধির সে অধিকারী।
যত বিশ্বের অপকর্ম্মের
কর্ত্তা সে তাই লুক্কায়িত,
লক্ষ হুলিয়া দিয়াছে তুলিয়া
মিলিয়া যাইলে হইবে ধৃত।
দল বাঁধি তায় ধরা নাহি যায়
একা একা কেউ দেখেছে কভু
ছুঁয়ের সাড়ায় হারায় পলকে
ধরি ধরি ধরা দেয় না তবু।
তাই দিবানিশি মৌন হয়েছি
নির্জ্জনে বাস ছেড়েছি গ্রাম
পদধ্বনি সে শুনিবার তরে
জাগ্রত আছি পাতিয়া কাণ।
সকলের সব চুরিকরা সেই
অধর ধরার ধরেছি ব্রত
সন্ধানি কোনো সন্ধি না পাই
পেলে সাজা দিই মনের মত।

যত ফরিয়াদী বিবাদী সভায়
আসামী আনিয়া ধরিয়া দিব,
অমূল্য হার ঘোষণা ইহার
পুরস্কার সে হৃদয়ে নিব।

ঝুলন

নীপের ডালে নটের তালে মিলন-দোলা দোলে
ঝুলন পূর্ণিমা
পাতার ফাকে বিকচ শাখে শাখীর কলরোলে
অধীর ভঙ্গিমা।
বরষাধারা ধৌতকরা
পুলকি উঠে আলোকে ধরা
বিবশ অবয়ব,
কি মন্তরে এমন করে নৃত্য করে সব।

শিখিনী-শিখী নর্ত্তকী কি? নাচিছে সভামাঝে
নাচিছে কেকারবে
বনের কেয়া দিতেছে খেয়া দুগ্ধে ধোয়া সাজে
আজি এ উৎসবে।

শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা

(১)

দুলিছে নন্দলাল

পিঙ্গল বসন অরুণ বরণ

আপাদশীর্ষ লাল ;

ব্রজবালক সখ্যদৃপ্ত,

ফাগুচূর্ণে করিছে লিপ্ত,

সর্ব্ব অঙ্গ গুলাল-সিক্ত,

মত্ত গোকুলবাল।

দোলেরে নন্দলাল ॥

(২)

তমাল বৃক্ষতলে,—

উজ্জ্বল করি, বলরাম হরি

স্বগণ সঙ্গে দোলে।

হেমজলযন্ত্র করিয়া পূর্ণ,

ঢালে সলিল লোহিত বর্ণ,

দিক্ অন্ধকারি ফাগুচূর্ণ,

হোরির রঙ্গ চলে।

তমাল বৃক্ষতলে ॥

(৩)

শারদচন্দ্র-কাঁতি ;—

শুভ্র শরীর বলদেব বীর,

বালসূর্য্য ভাতি ॥

জানুলম্বিত করভ শুণ্ড,
নিন্দি গভীর বাহুদণ্ড,
দোলাইয়া খেলে অতি প্রচণ্ড,
ফাগুয়া রঙ্গে মাতি।
শারদ-চন্দ্র-কাঁতি॥

(৪)

শ্যামল-কান্ত-ছবি,
আবিরে অরুণ বদন নলিন
তরুণ-রক্ত-রবি।
চঞ্চলবর মূর্ত্তি সখ্য,
ফাগু-যুদ্ধে পরম দক্ষ,
অরুণ বর্ণ বিশাল বক্ষ,
অরুণ মাল্যশোভী।
তমাল কান্ত ছবি॥

(৫)

(আজি) অরুণ বর্ণ সবে ;
অরুণ পুষ্পে অরুণ ভ্রমরা
গুঞ্জরে কলরবে।
রাঙ্গা তমালের সকল পত্র,
পিক কুহরয়ে অরুণ গাত্র
সুনীল যমুনা সেও আরক্ত,
ফাগুয়া মহোৎসবে।
অরুণ বর্ণ সবে॥

(৬)

মধু-বসন্তকাল ;
মধু-ফাল্গুনী পূর্ণ তিথির
উৎসব লালে লাল।
মধুর মলয় বহিছে মন্দ,
মধুর বৃন্দা বিপিনচন্দ্র,
দিশি দিশি দিশি আবির অন্ধ
মধুর ব্রজের বাল।
মধু-বসন্তকাল ॥

(৭)

দুকূল ভগ্ন করি ;
শতবাহু মেলি প্রেমের সিন্ধু ;
ভাসায় গোকুলপুরী,
ডুবিল আবাল-তরুণী-বৃদ্ধ,
প্রেম-তরঙ্গে ধরিল নৃত্য,
কৃষ্ণদাসীর পাষাণ-চিত্ত,
(কি বেদনা ! হরি ! হরি !)
না ডুবিল সাধ করি ॥

ওগো চিরন্তন বংশীধর

(১)

ওগো চিরন্তন বংশীধর !

কৃপানেত্রে চাহ ফিরে ভাসিয়া নয়ননীরে,

ডাকি আজি ব্যথিত অন্তর,—

ওগো চিরন্তন বংশীধর !

এস হে রাখাল এস এস মোর হৃদয়েশ !

হৃদয়ের শেল তুলি ব্যথা কর দূর।

দুরন্ত গোগণ সাথে, ছুটে ছুটে প্রাণ কাঁদে

এস গোপালক ! ধেনু-পালন-চতুর !

কবে হ'তে হায় কবে হ'তে

রাখাল হ'য়েছি এ মরতে,

কে করিল কিছু মনে নাই ;

দুর্দ্দম গোধন নিয়ে, গৃহপথ হারাইয়ে,

কাঁদিয়া বেড়াই।

তোমার মহিমা শুনি , শরণ নিয়েছি আমি,

ধেনুপাল ! এস হে সত্বর !

ওগো চিরন্তন বংশীধর !

(২)

তোমার মুরলীরবে, অপথ বিপথ ত্যজি, সর্ব্বধেনুগণ,

ও তব চরণমূলে, আসিয়া সকলে মিলে,

করেছি শ্রবণ।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপে তুমি, বংশী যবে ধর গুণমণি !
রাগ মূর্ত্তিমান ;
সে কল-সঙ্গীত রবে ধৈর্য্য ধরি' কে রহিবে ?
ব্রহ্মা অগেয়ান।
পাষাণ দ্রবিয়া বহে ধারা, পশুপাখী মূক জড় প্রায়
যোগী কাঁদে সমাধি ত্যজিয়া, সুধা স্রবি ভুবন ভাসায় ;
তোমার অধরামৃত পান করি করধৃত
মৃতবংশী উগারয়ে অমৃত-নির্ঝর ;
তুমি বিশ্ব-আকর্ষক রাখাল প্রবর,
ওগো চিরন্তন বংশীধর !

(৩)

মরে যাই মরে যাই, এ-বিপদে কূল নাই,
কি করি গোপাল !
দিবানিশি ছুটিতেছি জীয়ন্তে মরার মত
র'ব কতকাল ?
মনে করি যাব না যাব না, কেন ধাই কিসের ভাবনা
যথা তথা যাউক গোধন, আমি কেন হারাই জীবন,
পারি না যে, টেনে লয়ে যায়।
নিবিড় কানন মাঝে, কণ্টকে বিক্ষত ভাসি,—
শোণিত ধারায় ;
ক্ষণেক দাঁড়ালে নাথ ! লভি গাভী শৃঙ্গাঘাত,
জ্বলে যায় বাহির অন্তর।

দেখ মোর কি দুর্গতি　　শুনাও সে কলগীতি ;
ওগো চিরন্তন বংশীধর !

(৪)

একদা সে কবে মনে নাই,　　ছুটেছিনু ব্রজপ্রান্ত বনে,—
কৃপামূর্ত্তি সৌম্য একজন　　কহিলেন করুণ বচনে :—
"কেন বৎস ! দুখ পাও,　　গোপাল শরণ নাও,
গোপাল পালিবে সে তোমার।
গোধন চারণ তরে,　　এই ব্রজে নিত্য ফিরে,
করুণা আধার ॥"
"রাতুল চরণ ধরে,　　কাঁদিয়া পুছিনু তারে,
তাঁহার আশ্রয় ল'ব পথ বল নাথ।"
তাপতপ্ত শিরোপরি,　　শ্রীকরকমল ধরি ;
কহিলেন "চল বৎস ! চলো মোর সাথ ॥"
পুন পুছিলাম "ওগো !　　তোমার পশ্চাতে যদি,
নাহি চলে দুর্ব্বশ গোধন ?"
অশ্রুভরা কৃপানেত্রে,　　চাহি কহিলেন হাসি
"অন্তর্য্যামী ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
তাহার মুরলীরবে,　　কে বা বশ না হইবে ?
ডাক তা'রে অকপটে ব্যাকুল অন্তর।"
ধেনুসনে দূর বনে,　　পথহারা ডাকি তাই,
ওগো চিরন্তন বংশীধর !

(৫)

সে সৌম্য মঙ্গল মূর্ত্তি কোথা আর দেখিতে না পাই !
সেই স্নেহসিক্তবাণী আর কর্ণে নাহি শুনি,
ভয়ে মরে যাই ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি কোথা পথ কোথা দিশি,
ভীমঝঞ্ঝাবাতে প্রাণ যায়।
(মরি) আমার সে দুর্দ্দম গোধন, শৃঙ্গাঘাত করে পুনরায় ॥
অদৃশ্য অচ্ছেদ্য বিধাতার, কর্ম্মসূত্রে বন্ধন আমার,
এত জ্বালা তবু হায়, ছাড়িলে না ছাড়া যায়,
ধেনু ধায় পাছে।
তুমি ত অন্তরযামী বল কি করিব আমি?
উপায় কি আছে ?
সেই সৌম্য বচন স্মরিয়া আজ বড় ব্যাকুলিত হিয়া
ব্যথায় সর্ব্বাঙ্গ জর জর।
ডাকিলে আইস শুনি, দয়াসিন্ধু গুণমণি !
ওগো চিরন্তন বংশীধর !

(৬)

ভবারণ্য মাঝারে আসিয়া, বড় দুখি এ কৃষ্ণদাসিয়া
গোটাদশ দুর্ব্বশ গোধন, নিতি নিতি করে আক্রমণ,
মরিলাম হে নন্দদুলাল !
ব্রজারণ্য মধুময় ধাম, শুনিয়া আশায় ধরি প্রাণ,
কবে তব মুরলী-মাধুরী, ল'বে তথা আকর্ষণ করি
তুমি হবে আমার গো-পাল ॥

আমার উষর ভাগ্যভূমি উজলি' সাধুর কৃপাবাণী,
ফলিয়া কি জুড়াবে অন্তর!
তোমার শীতল পদমূলে, এ মোর গোধন র'বে ভুলে,
কৃপা কর দুর্গত পামরে, ডেকে নাও ওগো নাও মোরে
হে গোপাল! নিত্যবংশীধর!

হে মোর অভীষ্ট ব্রজধাম

(১)

কবে এই চির-অভাগায়, ডাকিয়া লইবে নিজকোলে?
কবে ঠাঁই দিবে গো আমায়, জুড়াইব যমুনার জলে?
কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া, তোমার ও অঙ্ক লভিবারে—
মর্ম্মে মর্ম্মে ডেকেছি কাঁদিয়া, দাও ঠাঁই দাও এইবারে।
লও নাই অনধিকারীরে, কেঁদে শুধু করেছি প্রণাম।
এখনো কি ফিরা'বে দাসীরে, হে মোর অভীষ্ট ব্রজধাম!

(২)

জ্বলে মরি কাম দাবানলে, মধুবিন্দু বিষয় অর্পিয়া—
আরো তাপ বাড়ে পলে পলে, শীতল হইব কোথা গিয়া!
শতবাহু পসারি পরাণ, যেতে চায় তোমারি সকাশে।
শ্যাম-যমুনায় করি স্নান, চিরস্নিগ্ধ হইবার আশে॥

খোল পুষ্পতোরণ তোমার, লহ এই দুখিনী প্রণাম।
ঘুচাও এ আর্ত্তি-হাহাকার, হে মোর অভীষ্ট ব্রজধাম!

(৩)

শূন্য করি বিশ্ববিধাতার, সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার নিরবধি।
গঠিত যে শ্যামলকুমার, অসমোৰ্দ্ধ সুষমা জলধি॥
ইন্দুমুখে মৃদুমন্দ-হাস, কটিতটে পীত-পটাম্বর।
বিম্বাধরে মুরলী-বিলাস, দামিনী-জড়িত-জলধর॥
তোমার হৃদয়োপরি তা'র, বিহার বিলাস অবিরাম।
তুমি প্রাণ-সর্ব্বস্ব আমার, হে চির-অভীষ্ট ব্রজধাম॥

(৪)

কবে হেন দিন হবে মোর, উজলি উঠিবে ভাগ্যাকাশ।
গলে পরাইয়া কৃপা-ডোর, টানিয়া লইবে নিজপাশ॥
কবে তব করুণা-অঞ্জন, প্রেমনেত্র ফুটাবে আমাব।
পরব্রহ্ম মদনমোহন, নিরখিব পুলিনে তোমার॥
কবে তার চরণে ধরিয়া, নিবেদন করিব পরাণ।
বল বল অয়ি কৃষ্ণপ্রিয়া, হে আমার ইষ্ট ব্রজধাম!

(৫)

অয়ি ধাম! গোবিন্দ নিবাস! ধ্যেয় মোর! জনমে জনমে
তোমাতেই বাঁধিয়াছি আশ, কর কৃপা কর নরাধমে॥
হে আমার মস্তকের মণি! হে আশ্রয়! যুগান্ত-বাঞ্ছিত।
চিরসুন্দরের লীলাভূমি! হে চিরসুন্দর অপ্রাকৃত!
তোমার ও পল্লবিত-বুকে, নিজগুণে কবে দিবে স্থান।
ভাবিয়া কাঁদিনু যুগে যুগে, হে মোর অভীষ্ট ব্রজধাম!

হে মোর অভীষ্ট ব্রজধাম

(৬)

আজি আর ছাড়িব না অয়ি ! গোবিন্দের নিত্যলীলাস্থলি !
দাও স্থান দাও দয়াময়ি ! মর্ম্মব্যথা জানিছ সকলি ॥
তোমার হৃদয় উজলিয়া, বিহরে যে ব্রজেন্দ্রকুমার ।
তা'র পদে সর্বস্ব সঁপিয়া, ভিখারিণী হইল তোমার ॥
গতিহীন কর-পুটাঞ্জলি, শুধু আজ করি গো প্রণাম ।
দাও স্থান নিরাশ্রয় বলি, হে মোর অভীষ্ট ব্রজধাম !

(৭)

হে বরেণ্য ! অয়ি মনোহর ! সকল ধামের চূড়ামণি
প্রেমনিধি ! কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্কর ! বৃন্দাবন সুষমার খনি ।
অয়ি ধাম ! অয়ি প্রাণারাম ! প্রাণ কোটি নির্ম্মঞ্জন মোর ।
শীতল চরণে দাও স্থান, দেখাও সে সরবস্ব চোর ॥
ভালবাসি বড় ভালবাসি, তা'রে ভালবেসে যায় প্রাণ !
শ্রীচরণে রাখ কৃষ্ণদাসী, অয়ি মোর ইষ্ট-ব্রজধাম !

সারঙ্গ

সরোবর মাঝে শতদলে সাজে কমলরাণী
দলে দলে তা'র শুধু রূপ আর হাসি,
গন্ধে আকুল করিছে সকল সরসীখানি
খঞ্জনকুল উড়ে উড়ে পড়ে আসি'।
মন্দ পবন বন্ধু সাজিয়া গন্ধ লুটে
দুহাতে বিলায় সম্মুখে পায় যা'রে
চন্দ্র ভরমে অন্ধ চকোর আসিয়া জুটে
আনন্দময়ী কমলবালার দ্বারে।
শোভা হাসি তা'র জগতজনার ভোগের তরে
হৃদয়ের মধু ভ্রমরবঁধুর ভাগ,
টলমল রূপ তরঙ্গ তা'র অঙ্গ ভরে'
মরমের কোষে মধু সে লুকায়ে রাখে।
মৃণাল ছিঁড়িয়া তুলে যদি লও—পাইবে হাতে
মধুভাণ্ডার-দ্বারের না পাবে চিনা,
প্রতিদল তার দলিলে দুয়ার খোলে না তা'তে
অলি বঁধুয়ার চুমার পরশ বিনা;
কমলবালার কোমল-হিয়ার গর্ভকোষে
ফুলজীবনের সঞ্চিত প্রেমসার
আনন্দ আর সৌরভে করে আতিথ্য সে
মধুভাগ শুধু সারঙ্গ বঁধুয়ার।

বঁধুর সে অতি লঘুভার মৃদু পরশখানি,
শিথিল করিয়া দেয় সব দ্বার তা'র,
মরমের মধু নিবেদন করে আপনি আনি,
জানিয়া তাহার একান্ত অধিকার।

——

কাছে

ওগো তুমি আছ এত কাছে!
চাহিয়া চাহিয়া অন্তর মোর
যুগে যুগে কাঁদিয়াছে।
তোমারে চেয়েছি ভূলোকে দ্যুলোকে,
তপনে পবনে আকাশে আলোকে,
চাহিয়া ফিরেছি লোক হ'তে লোকে,
চাহিনি হিয়ার মাঝে—
ওগো তুমি মোর এত কাছে!

ওগো ফিরাও করুণ আঁখি!
আর্ত্ত ক্ষুব্ধ অন্তর মম
পিপাসী চাতকপাখি।
বন্ধু আমার! বন্ধু আমার!
বুকে বুকে আমি রয়েছি তোমার,
তবে কি আশায় ব্যর্থ তৃষায়
ফিরিছে কাহার লাগি?
আজি ফিরাও করুণ আঁখি!

চতুঃসম

আমি তোমারে চেয়েছি স্বামি!
প্রিয়ের মাঝারে শ্রেয় হারাইয়া—
খুঁজেছি দিবস যামি।
সুখ—সুখ শুধু সুখেরি লাগিয়া,
দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছি মাগিয়া,
বাহিরে খুঁজেছি বাকি রাখি নিজ—
অন্তর-গৃহখানি।
ওগো অন্তরযামি!
আজি অমলিন প্রাতে
মম অশ্রু-আবিল আঁখি মিলে গেল,
কমল আঁখির সাথে!
হে আমার "আমি" কোথা যাবে আর,
তব সত্তায় সত্তা আমার,
আর ছাড়িব না চিরনিশি কাঁদি,
পাইনু জীবননাথে!
আজি অমলিন প্রাতে!
আজ ভয় নাহি মোর প্রাণে।
ভয়ের ভীষণে হেরিলাম নিজ
অন্তর মাঝখানে!
আজি ব্যথা নাই ব্যর্থ আশার,
বুকভাঙা রাঙা শোণিত আসার,
ওই সুশীতল পদ-পল্লব সব
সার্থক করি আনে।
আজি ব্যর্থতা নাহি প্রাণে।

ওগো তুমি মোর এত কাছে !
মুখ রাখি মোর বুক জুড়াইল
রাঙা পা দু'টির মাঝে।
বাধা নাহি মানে নয়নের জল,
আমি দূরে দূরে ফিরেছি কেবল,
ঘরে যে আমার আপন বন্ধু
পলে পলে ডাকিয়াছে !
ওগো তুমি মোর এত কাছে।

আশাতীত

আজ এতদিন পরে—
ওগো সুদূরের দেবতা আমার !
এত কাছে এলে সরে !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত দু'আঁখি,
পল্লব দ্বার দিয়েছিল ঢাকি',
বাসনার বাতি কবে নিভে' গেছে
দুর্ব্বিপাকের ঝড়ে—
আশার অতীত ধরা দিলে আজ
আশাহীন অন্তরে।

চতুঃসম

আমি ত জানি না নাথ !
জীবনে আমার আসিবে আবার
এমন সুপ্রভাত !
তোমারি মাধুরী অরুণ লাগিয়া
শতদলে প্রাণ উঠিল জাগিয়া
তোমারি চরণপরশ মাগিয়া
চেয়েছিল দিনরাত
করুণ নয়নে তখন বারেক
ফিরে চাহিলে না নাথ !

ভাগ্যের পরিহাসে
ভগ্ন মৃণাল সে কমল আজ
পঙ্কিল জলে ভাসে।
এতদিন পরে তব আগমন
একি জাগরণ ? একি গো স্বপন !
কোথা বসাইব কাঁপে তনুমন
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে
বিপুল পুলকে ফেটে পড়ে হিয়া
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে।

ওগো সুদূরের ধন !
ও চরণে কভু লাগেনি আমার
কল্পনা পরশন।

বিস্ময়ে আজ ভাষাহীন মুখ
প্রাণে সহে না দুঃসহ সুখ
এত অবশেষে এত কাছে এসে
এত প্রেম বরিষণ!
চির-অরাজক রাজ্যে তোমার
করিলে পদার্পণ।

কুণ্ঠার ব্যথা

এসো মহারাজ! স্বাগত তোমার, আমি দীন প্রজা তব,
মলিন আসনে বসিবে কি নাথ? বসিলে ধন্য হ'বো।
চিরদিন চিরযুগ
পিপাসা-খিন্ন বুক,
নয়নের জলে দিবে কি ধোয়াতে চরণ-পদ্মযুগ?

মহারাজ! মহামহিমার তব কণিকার পরিমাণ
(তারো কম বুঝি) জেনেছি তাতেই ভরিয়া গিয়াছে প্রাণ।
জানি জানি ওগো আমি
সম্রাট তুমি জানি,
জানি এ ভুবন দুর্লভ-ধনে ভরা ধনাগারখানি।

চতুঃসম

বহু জন্মের বাসনা যে মোর ওই চরণের তলে
আমার যা আছে সব সঁপে দিই তোমারি তোমারি বলে।
ওগো রাজ অধিরাজ!
সেইদিন এলো আজ
তুমি দাঁড়ায়েছ প্রসন্নমুখে আমার কুটীর মাঝ।

মহামানিক্য খচিত তোমার পাদপীঠ উজ্জ্বল
হেরিয়া হেরিয়া দীন লজ্জায় প্রবাহিত আঁখিজল।
কেমনে এ আয়োজন
করিব সমর্পণ
উঠানের ফল, তটিনীর জল, তৃণ ফুল চন্দন।

মহারাজ! মোরে করো মার্জ্জনা কি জানি কতই বলি
তোমার চরণে শেষ নিবেদন করপুট অঞ্জলি
আমার দীনতা বাঁধ
ভাঙো ভাঙো ভাঙো নাথ!
জনমের মত পূরাইতে দাও জীবনের চিরসাধ।

হে করুণ! যদি আসিয়াছ তবে বল একবার হাসি—
বল দয়া করে "এ তৃণ এ ফুল এও আমি ভালবাসি"—
এ মরণ পণকরা
আকিঞ্চনের ভরা
ডুবায়ে দিয়োনা অকুল তরা'য়ে এ তরণী তীর ধরা।

বল একবার, ভাল লাগিয়াছে কুণ্ঠিত আবাহন
শত জনমের বঞ্চিত মোর সঞ্চিত প্রাণমন।
আমার কাঙাল হিয়া
সকল সঁপিয়া দিয়া
ধন্য হইবে পাদপদ্মের রেণুতলে লুণ্ঠিয়া।

এসো অধিরাজ এসো দেব মোর! এসো অন্তর্যামি।
বক্ষের ভাষা চক্ষে পড়িয়ো আর বলিব না আমি।
রাখিবে কি শ্রীচরণে
কর যা তোমার মনে
চির সাধনার সিদ্ধি কাঁপিছে চরম সন্ধিক্ষণে।

সংশয়

ওগো কোন্ গুণে নিলে মোরে টেনে?
বল না।
বুঝিতে পারি না এ তব করুণা
সত্য অথবা ছলনা।
বলহীন মোর নয়নেব জল
এ জীবন ভরে ঝরেছে কেবল
তুমি ত সে জলে কভু একপল
টল না।

তাই ভয় হয় এ তব করুণা
সত্য অথবা ছলনা।

(২)

ওগো কোন্ বলে বাঁধা প'লে বাহু
বাঁধনে—
শত সাধনার ধন গো আমার
সাধিলাম কোন্ সাধনে ?
ক্ষুদ্র এ হিয়া রুদ্ধ-বেদনা,
কতটুকু প্রেম কি তার সাধনা
অসীম অপার বাঞ্ছিত তার
প্রেম পারাবার মিলনে—
ক্ষীণ ধারা ছোট নদীটি আমার
কি জানি মিলিল কেমনে

(৩)

আমি জানি নাথ! কি প্রেম-প্রপাত
ধোয়ায় ও দু'টি পদতল।
কি উদার প্রাণ বিপুল মহান্
কত বেগ তার কত বল
ওগো দুর্ল্লভ-বল্লভ মোর!
তারা বাঁধিয়াছে দিয়ে বাহুডোর,
দেখে কেঁপেছিল বাহু দু'টি মোর
দুরবল।
কতটুকু আমি ? কি মোর সাধ্য ?
কতটুকু প্রেম আঁখিজল।

(৪)

তাই ভাবি মনে আজি এ বিজনে

একেলা।।

আমার সহিতে খেলিলে নিভৃতে

যে খেলা—

হে চপল! সে কি খেলা ক্ষণিকের?

অথবা আমার সারাজীবনের

বাসনা বল্লী বাঞ্ছিত ফলে—

সফলা?

হৃদয়ের রাজা বল—বল—বল

সত্য কি তব এ খেলা?

সুযোগ

(১)

তোমার সাথে কইবো কথা

না পাই অবসর

সকল দিকে লোকের আঁখি

বিরল নহে ঘর

দিবস নিশি ভগ্নমনে

বেড়াই ফিরে সবার সনে

চতুঃসম

তোমার দেখা না পেয়ে কাঁদে
পিপাসী অন্তর
কঠিনতর প্রহরা মাঝে
কাটাই আটপ'র

(২)

নিবিড় নীর ধারায় আজি
রচিয়া নির্জ্জন
মধুর হেসে ঘনায়ে এসে
দিলে গো দরশন
আজিকে দ্বার বন্ধ ক'রে
রয়েছে সবে আপন ঘরে
নিঝর ঝরি ঝরিছে বারি
ভুবন অচেতন
মিলন লাগি আসিলে আজি
পরাণ প্রিয়তম।

(৩)

এ-কূল হ'তে ও-কূল ছাপি'
কাজল কালো জল
আকাশ আজি সাগর সম
গরজে কল কল
বাতাস আজি পাগলপারা
সকল দিকে দিতেছে নাড়া
বাদল বাধা বন্ধ হারা
ঝরিছে অবিরল

সুযোগ

গগনে গুরু গরজি ফিরে
মেঘেরা দলে দল

(৪)

(আজি) মনের কথা উঘাড়ি ক'ব
কেউ না পাবে টের
দুর্য্যোগে কি সুযোগ নাথ
রচিলে মিলনের।
ভরিয়া মোর তৃষিত প্রাণ
নয়ন দিয়া করিব পান
মধুর মকরন্দ মধু
ও মুখ কমলের,
পিপাসা আজ মিটায়ে ল'ব
সারাটি জীবনের।

(৫)

দিবসে আজি অন্ধকার
বরষা ঝর ঝরে
তোমায় আজি পেয়েছি নাথ
বহুদিনেরি পরে
তোমার কোলে রাখিয়া মুখ
জানা'ব লাজ জানা'ব দুখ
আজিকে খালি করিব বুক
অবাধ অবসরে
এমন দিনে তোমার দেখা
এমন একা ঘরে।

(৬)

এমনি শত লক্ষ যুগ
ঝরুক ধারাপাত
এমনি ধারা নিকষপারা
বরষা ঘনরাত।
এমনি তুমি রচিয়া ফাঁকি
মেঘের ছলে ভুবন ঢাকি
শতেক আঁখি এড়া'য়ে মোরে
দিও গো সাক্ষাত
চিরবিরহ দগ্ধ-হিয়া
জুড়া'য়ে দিও নাথ

কণ্ঠ-মালা

তা'র পেয়েছি যে ক'টি পরশ গো
মোর সারাপথে জীবনের
আমি সারা নিশি সারা দিবস গো
তা'রে স্মরণে করিনু ঢের।

তা'র কোনো কণাটিও হয়নি ক্ষয়
ভুলে হারায়নি এককুচি
ওগো সংখ্যা তা'দের বেশী ত নয়
মোর প্রাণে বাঁচিবার পুঁজি

কণ্ঠমালা

শুধু দু'একদিনের উজল মুখ
মৃদু হাসিয়া দৃষ্টিপাত
বুঝি কোনো যামিনীতে অকৌতুক
হাতে ধরেছিল দু'টী হাত।

বুঝি ভিজে গিয়েছিল আঁখির পাত
জল পড়েছিল ফোঁটা কত
ওগো আমারি লাগিয়া দু'একরাত
সে যে জাগিয়া করেছে গত।

তার আদরে জড়িত সোহাগভাষ
কাণে শুনেছি কয়েকবার
আর সকল ভুলানো বাহুর পাশ
আমি হিয়ায় করেছি হার।

আছে ধনী এ ভুবনে অনেকজন
তার গণনায় ভ্রম থাকে
যা'র দু'একটি নিধি জীবনধন
সে যে আঁখিতে আঁখিতে রাখে।

আমি প্রেমের সূতায় গেঁথেছি গো
ক'টি স্মৃতির চিন্তামণি
তা'রে কণ্ঠের মালা করেছি গো
শুধু দিন যাপি গণি গণি।

লাভ-ক্ষতি

তুমি দাঁড়াইবে আমার দুয়ারে করুণা-পূরিত আঁখি,—
আপনা হারা'য়ে নিরখিব আমি কবাটের আড়ে থাকি'।
নয়নের জলে ধোয়াইব তব
চরণ-ধূলির রেখা
বিবেচনা করি বল প্রিয়তম!
লাভ কি আমারি একা?

হৃদয়-কমল শতদল মেলি' ছড়াইয়া সৌরভ—
পথ চাহে তাহে কবে পরশিবে চরণপদ্ম তব।
সৌরভ-ভার শোভা যত তা'র
ঝরে পড়ে যায় যদি,
বিলম্বে তব, মরে যদি ফুল
একা কি আমারি ক্ষতি?

প্রাণের কথা

—পারাবার!　　পারাবার!
জনম অবধি　　তটিনীর বুকে
উন্মাদ হাহাকার।
চলে পাগলিনী　　পাথার গামিনী
পাথার সম্মিলনে—
কত মরু পথ　　প্রান্তর বাহি'
কোন বাধা নাহি গণে।

পারাবার!　　পারাবার!
তোমার তটিনি　　তোমারেই চাহে
কাঙ্ক্ষিত তুমি তার।
তার দু'টি তীরে　　সুশীতল নীরে
কতজন অবগাহে—
কত পিপাসিত　　পিপাসা মিটায়ে
প্রাণ জুড়াইতে চাহে।

নদী কি তাহাতে ক্ষীণ?
সাগর-গামিনী　　সাগরেরই আশে
চলিয়াছে নিশিদিন।

চতুঃসম

কোন মরুবাসী জলেরি পিয়াসী
স্রোতধারা লয় কাটি'—
ঝিরি ঝিরি জল আসে কলকল
ভিজায়ে দগ্ধ মাটি।

নদীর কি তাহে ক্ষয়?
সেই কাটা খালে জুড়ায় সকলে
নদী কি বদ্ধ রয়?
কতো দূর গিয়ে ফিরিয়ে আবার
সে জলে ছুটিয়া আসে,
শত বাধা ঠেলি' ধায় সব ভুলি'
সাগর পরশ-আশে।

পারাবার! পারাবার!
দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হ'ল আজ
এলায়িত তনুভার।
আমার সকল বিলাইয়া দিতে
মিলাইয়া যেতে চাই—
ওই সীমাহীন নীলবুকে মোরে
দাও দাও দাও ঠাঁই।

কৃতার্থ

মধুপ হয়ে বেঁধেছি বাসা অমর মধুচক্রে
নবনী স্বাদ লভিয়া সে কি মজিবে আর তক্রে ?
ডুবিয়া মধু কমল-কোষে
করেছি পান আনন্দ সে
অমৃত পানে সমান করি নিয়েছি ঋজুবক্রে।

সরল সুরে পূরিয়া নিছি জীবন-রেণুরন্ধ্র
যে দিক দিয়া বাজাও শুধু ঝরিবে সদানন্দ।
দ্বন্দ্ব যত সমাপ্ত রে !
আপন ভোলা সরল স্বরে
গানের সুরে তরল করে দিয়াছি ভাল মন্দ।

শিখেছি আমি সকল ভাষা অর্থ করা অর্থ
জেনেছি তাহা জানিয়া যাহা অমর হয় মর্ত্ত্য।
যে মূল ধরি তুলেছে মাথা
হাজার দিকে পুষ্প পাতা
সন্ধানিয়া পেয়েছি আমি সেই সে মূলতত্ত্ব।

মুক্তবেণী পরশে মোর হয়েছে তনু শুদ্ধ
আচার অনাচারের দ্বার করেছি চিররুদ্ধ

চতুঃসম

যেখানে যত অশুচি শুচি
নিঃশেষিয়া দিয়াছি মুছি'
জনম তরে গিয়াছে ঘুচি' নিষেধবিধি যুদ্ধ।

পরম প্রেম-অঞ্জনে যে রঞ্জিয়াছি চক্ষে
মিত্র অরি সমান করি ধরেছি এক বক্ষে।
নয়ন মুদি চলিতে যেথা
স্খলন নাহি চলেছি সেথা
যে পথে সব পথের দিশা মিলেছে একলক্ষ্যে।

অতল তলে দেখেছি আমি খনির মণি দীপ্তি
নয়ন মুদি ধরিয়া তারে লভেছি চিরতৃপ্তি।
কোন্ সে জ্যোতি তিমির-হারা
বর্ষে এত আলোক ধারা
আলোর ধারা ধরিয়া আমি পেয়েছি তা'র ভিত্তি।

অমূল সেই সকল মূল বিপুল দল পদ্ম
মধুপ হ'য়ে বেঁধেছি বাসা প্রবেশি তা'র মধ্য।
অনন্তেরি পেয়েছি স্বাদ
মিটেছে ক্ষুধা পূরেছে সাধ
পথিক বেশে ফিরিবো না সে, পেয়েছি যদি সদ্ম।

অসহন

প্রিয়তম ! প্রিয়তম !
তোমার হাতের আঘাত আমার
সে ত নহে অসহন ।
আমার ব্যর্থ বেদনার রাশি
ম্লান যে করে না ও মুখের হাসি
জানি আমি জানি ওগো ও উদাসি !
চিরদিন এ নিয়ম
তোমার হাতের বেদনা সে যে গো
আমার পাবার (ই) ধন ।

ওগো ওগো বাঞ্ছিত !
তোমার হাতের সোহাগ-পরশ
সে হ'ল সহনাতীত ।
কত অনাদর কত অবহেলা
বুকের শোণিতে খেলিয়াছ খেলা
হিয়ায় মাখিয়া ও চরণ-ধুলা
সে সকলি সয়েছি ত—
আজ তোমার সোহাগ পরশে আমার
তনু মন মূর্চ্ছিত ।

নদী ও নির্ঝরিণী

সে যে হিমগিরি শিখর উছলা
ঝর ঝর ঝর ধারা,
শত রবিকর-কিরণ উজলা
উতলা আপন হারা।
যত চলে তত সরণি তাহার
প্রসর হইয়া পড়ে,
চরণের ঘায় উপল ছড়ায়
তুঙ্গ শৃঙ্গ নড়ে।
ভীতি নীতি লাজ মান গজরাজ
কোন্‌দিকে যায় ভাসি'
আপনার বলে পথ করি চলে,
সকল বিঘ্ন নাশি'।
আমি দেখেছি দেখেছি তা'রে,
উন্মাদ-গতি বলবতী প্রীতি
ভুবন যেখানে হারে।

এযে গিরি গুহা গোপন বাহিনী
ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি।
ক্ষীণ স্বরে গাহি বেদনা কাহিনী
চলিয়াছে ধীরি ধীরি।

নদী ও নির্ঝরিণী

বাতাসের ঘায় চমকিয়া চায়
উপল বাধায় বাধে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ না পাইয়া
গুমরি গুমরি কাঁদে।
একপদ আগে বাড়াইতে গিয়ে
ভয়ে শতপদ পিছু,
শঙ্কাব্যাকুল আকুল চাহনি
লজ্জায় হয় নীচু।
আমি দেখেছি দেখেছি সেই
হৃদয় বিদারি গুহা চারি প্রেম
তুলনা যাহার নেই।
সে যে আপনার মহিমা-ছটায়
দূর করে তমোরাশি,—
ক্ষুরধার গতি শত শত ক্ষতি
তৃণপ্রায় যায় ভাসি।
মহাবলে চলে শত বাধা ঠেলি'
আপনার পথ করি'
শাল তাল তরু মরু ভাসাইয়া
খাল বিল হ্রদ ভরি।
আপন প্রভাবে অভাববিহীন
আপনার বলে বলী,
কাঙ্ক্ষিত ধন করে সে গ্রহণ
আপনার বাহু মেলি'

আমি দেখেছি দেখেছি ও তা'—
সব ঠেলে ফেলা জীবনের খেলা দুর্ব্বার প্রবণতা
এ যে হৃদয়ের দারুণ দীনতা
করুণ কাতর ডাকা,
এ যে প্রাণ-ফাটা নিরুপায় ব্যথা
প্রাণে লুকাইয়া রাখা।
মরু মাঝে এ যে হারায়ে ফেলেছে
গতিপথ আপনার,
আপনার হাতে না পারে সরা'তে
সঙ্কোচ শিলাভার।
চির-কুণ্ঠিত আহত প্রাণের
প্রাণপণে পথ চলা,
এ যে তুষানলে দহিয়া দহিয়া
রহিয়া রহিয়া জলা।
আমি দেখেছি দেখেছি তার
গভীর হিয়ার নিবিড় বেদনা
গোপন ফল্গুধার॥

ভিতর-বাহির

বাহিরের কথা যত বাহিরে পড়িয়া থাক্
ভিতরের কথা থাক্ ভিতরে
যে আগুনে প্রাণমন জ্বলিয়া হতেছে খাক্
তাহা কি বুঝিতে পারে ইতরে ?
বাহিরের কোলাহল অভাবের অভিযোগ
উপরে উপরে থাক্ সে সকল
প্রবাহের মত বহে চলেছে যে শোক রোগ
সে ঢেউ না ছোঁয় যেন জলতল।
কল কল কতজনে কহিছে কতই কি যে
কাণ হ'তে প্রাণে নাহি দিও ঠাঁই—
ভালো হোক্ কালো হোক্ বাহিরের সব মিছে
ভিতরে তাহার কোন দাম নাই।
দু'দিনের লাভ ক্ষতি বাহিরের লোক ভরে
অন্দরে কেন তোর প্রবেশে ?
কাচ আর কাঞ্চনে মিশায়ো না একদরে—
ভিতরের লাভ-ক্ষতি নহে সে
বাহিরে কতই লোক আসে আর চলে যায়
ভিতরের পায় কেউ দেখা কি ?
অন্তর অন্দরে কেহ না যাইতে পায়
তুমি আর আমি তথা একাকী।

চতুঃসম

বাহির বাহিরে থুয়ে অন্তরে এস মন !
কর কর পুরদ্বার বন্ধ ।
আপনা হারায়ে হের হরিষে হৃদয়ধন
অনুভব অনাদি আনন্দ ।

পূর্ণতা

হৃদয়-কলসটিরে তুমি যদি ধীরে ধীরে
পুরে' দাও কাণায় কাণায়,
আনন্দ অসীম রূপে ডুব দাও চুপে চুপে
এ মোর সীমায়
তবে আর ভাবনা কি রহে ?
সে মোর কলসী গায় যতই আঘাত পায়
আনন্দ উছলি শুধু বহে
সে প্লাবনে আত্মপর শত্রুমিত্র চরাচর
এক হয় সব
তবে তো রুধির জ্বালা ফুলের বরণ মালা
প্রাণে হয় সম অনুভব ।
তবে যে মারিবে লাথি তাহারে হিয়ায় বাঁধি
কাঁদিবারে পারি

অনন্ত অসীম সুখ   উছলিয়া ভাসে বুক
ভালমন্দ দ্বন্দ না বিচারি।
অপূর্ণ প্রাণের ক্ষোভ   দ্বেষ হিংসা ক্রোধ লোভ
তার মাঝে তুমি অন্তর্যামি!
নিজে যদি এসো কাছে   হৃদয়-কমল মাঝে
রাখ রাঙ্গা চরণ দু'খানি
পেয়ে ও চরণ ছোঁয়া   জগৎ আনন্দ ধোয়া
কোনখানে দাগ নাহি রয়।
পরিপূর্ণ মন প্রাণ   সব দ্বন্দ সমাধান
মৃত্যু সে অমৃতরূপ হয়॥

ভাগ্য

ভাগ্য মানি, জীবন মোর যে ক'টি দিন তরে,-
কাব্যরূপ ধরিয়াছিল, ধন্য অবসরে।
আজিকে যদি কার্য্য সুরু, কাব্য সমাধা-ই,
বিধিরে মোর প্রণাম ; বহু ভাগ্য গণি তাই।

সার্থকতা

দিবারাতি শত পুষ্পাঞ্জলি
পড়ে দেবতার পায়
কেহ থাকে কেহ ঝরে পড়ে তাহে
দেবের কি আসে যায়?
কোনো ফুলটিরে হাতে লয় কভু
স্মিতিহীন কৌতুকে,—
ভক্ত-হৃদয় সার্থক শুধু
সমর্পণেরি সুখে।

তৃণ

ক্ষুরধারা নদী তরঙ্গে পড়ি' তৃণ এক ভেসে যায়।
অকূল সে জলে কূল কোথা পাবে নিরুপায় নিরুপায়॥
কি করিতে পারে? প্রবলের বলে দুর্ব্বল পরাধীন।
হতাশ নয়নে কূল পানে চায় নিতান্ত গতিহীন॥
সহসা সে জলরাশি আলোড়িয়া তরঙ্গ শিরোপরি
তারণ তরণী দিল দর্শন কি করুণা হরি হরি!
তরী হ'তে ও কে? শ্রীকর প্রসারি,
তুলিয়া লইল তৃণে—
ক্ষুদ্র সে তৃণ যুগ যুগ যুগ
বদ্ধ তাঁহারি ঋণে।

ব্যক্ত-ব্যথা

ফুলের গভীর মর্ম্মে
কীট জন্মে
নিজেরি নিভৃত তল হ'তে।

সে কখনো নাহি পশে
মর্ম্মকোষে
বাহিরের কোনো দ্বার পথে।

আপনারে৷ অগোচরে
পান করে
অন্তরের রস নিশিদিন।

পরিপূর্ণ পরিমলে
দলে দলে
ফোটে ফুল কলুষবিহীন।

যতদিন বক্ষকোণে
প্রাণপণে
লুকাইয়া থাকে সে আপনি

কারো দৃষ্টি নাহি পারে
স্পর্শিবারে
সে গোপন অনল দাহনি

চতুঃসম

যেদিন কোমল তা'র
লঘুভার
বহু দলে চাপা আবরণ,
কঠিন দশন দিয়া
বিদারিয়া
বাহিরিতে করে সে যতন।

সেদিন সহনবেলা
করি হেলা
উঠে অগ্নি দহনের ঢেউ
বক্ষের পঞ্জর টুটে
আসে ছুটে
তাহারে রোধিতে নারে কেউ।

সেদিন ফুরায় তার
শোভা আর
সৌরভ গৌরব লজ্জা যত,
সব অতিক্রমি হায়
দেখা যায়
মর্ম্মের গভীর দগ্ধ ক্ষত।

অলি আর বৃথা ভ্রমে
গুঞ্জরণে
রঞ্জন করে না তার প্রাণ

ঝরে দল দিনদিন
বর্ণহীন
ধীরে নেমে আসে অবসান।

*　　*　　*　　*　　*

যেথায় উদয় তোর
মৃত্যু ভোর
কেন ক্রূর? না যাপি সেথায়?
এলি বিশ্বে বাহিরিয়া
ছিন্নহিয়া
মাখাইয়া গাঢ় কালিমায়।

কবি

কঠিন কুঠার করে নিয়া
বেণুবনে নিঠুর পশিল
বাছিয়া বাছিয়া নিরখিয়া
একখানি কাটিয়া লইল।
শাণিত কঠোর অস্ত্রপাতে
দু'টি দিক্ ফেলিল কাটিয়া
বাহির করিল কি আঘাতে
মর্ম্মকোষ কুরিয়া কুরিয়া।

সর্ব্বদেহে সারি সারি তার
তপ্ত শলাকায় রন্ধ্র করি'
মুখে তুলি' দিল ফুৎকার
রাশি রাশি গান পড়ে ঝরি।

বিধাতার নিজ হাতে গড়া
কবি তার আপনার বাঁশী
বহু যত্নে শত ছিদ্র করা
প্রাণভরা গান রাশি রাশি।
মানুষের গহনে পশিয়া
অনেক নেহারি যোগ্যজনে
বেদনার কুঠারে কুঁদিয়া
কবির নির্ম্মাণ সযতনে।
মর্ম্ম তা'র বিদীর্ণ করিয়া
শূন্য হিয়া পূরিয়া ফুৎকারে,
কবির পরাণ-বেণু দিয়া
সুধা ঝরি' পড়ে এ সংসারে।

প্রথমে ও শেষে

পশারিণী পশরা সাজায়
যত্নজাত ফলফুলগুলি
বহু বিনিময়ের আশায়,
আনিয়াছে একে একে তুলি'।

সেই তার কষ্টজাত ধন
ক্রেতা যবে অল্প মূল্যে চায়
হানি' অতি শাণিত বচন
পশারিণী বদন ফিরায়।

পণ্য পূর্ণ নগর বাজার
ক্রেতার নয়ন লয় কাড়ি'
পশরা পরখে কতবার
ধনমদে যায় ছাড়ি' ছাড়ি'।

রবি যবে গগন উপর
বাতাসে বরিষে অগ্নিকণা
পশারিণী মলিন অধর
তাহার গাহক আসিল না।

বেলা শেষ, পশারী গাহক
হাতে হাত নয়নে নয়ন

চতুঃসম

হ'য়ে গেছে নিরীখ্ পরখ
পরস্পরে মূল্য নিরূপ . .

প্রথম জীবনে অন্ধ প্রাণ
সমর্পিয়া কিশোর প্রণয়
চাহে ত্রুটিশূন্য প্রতিদান
হয়ে যায় পলকে প্রলয়।

সেই প্রেম পরিণত বুকে
ক্ষমার প্রবাহ আনে ব'য়ে-
মগ্ন রহি আপনার সুখে
রত্ন দেয় তৃণ মুঠি ল'য়ে।

উজ্জ্বল চাহনি একখানি
বারেকের স্ফুরিত অধর
দিনেকের গদগদ বাণী
করে লয় চির সহচর।

যাহা পায় ধরে আঁকড়িয়া
না পাওয়ার অনুযোগহীন
ফেলা ফুল যতনে গাঁথিয়া
কণ্ঠহার করে চিরদিন।

ভালবাসি

(১)

ভালবাসি আমি ভালবাসি ভালবাসি
আকাশ বাতাশ অসীম নীলিমারাশি।
তোমার অবাধ উদারে মেলিয়া আঁখি
উড়াই আমার পিঞ্জর বাঁধা পাখি!
তোমার অসীম শূন্যে ডুবায়ে রাখি
পরাণ আমার অনন্ত অনুরাগী।
হেরিয়া হেরিয়া তোমার অকূল নীল,
খুলে যায় মোর প্রাণ কোটরের খিল।
তব গম্ভীর ধ্বনিতে কি ধ্বনি শুনি
সে নি-সাড়ার
অপরূপ সাড়া তুমি।

(২)

ভালবাসি আমি ভালবাসি প্রিয়তম!
বন্ধন-ব্যথা-ভুলানো-বন্ধু মম!
ভালবাসি আমি ভালবাসি ভালবাসি,
বাতাস—বাতাস বাতাসেরই ঢেউ-এ ভাসি।
পরশনে পাই আঁখিতে না পাই ধরা
গায়ে হাত রাখ আনন্দ স্নেহজড়া।
বদ্ধ নিশাসে মুক্তি যখন যাচি—
চুপে চুপে কহ আমি আছি আমি আছি।

ঝঙ্কার বেগে কারাগার দ্বার হানো,
শৃঙ্খল মোর লঘুভার করে আনো।
মত্ত তোমার নৃত্য অধীর পারা
খুলে দিয়ে যায় নিমেষে বন্ধ কারা।
ওগো খোলা হাওয়া ওগো মোর খোলা হাওয়া
তুমি গো আমার না ছোঁয়ার ছোঁয়া পাওয়া।

(৩)

ভালবাসি আমি ভালবাসি ভালবাসি
আলো আলো ওগো উজল আলোর হাসি।
তপন তড়িত জড়িত ইন্দুতারা
উজ্জ্বল মেঘে আলোর ঝালোরপারা।
চির আলোহারা বন্ধ কারার দেশে
তুমি মুক্তির সংবাদ দাও এসে।
নিমেষে নিবিড় তিমির সরা'য়ে করে
তুমি বলে যাও আছে পার আছে ওরে।
এ অন্ধকার অসীম অপার নহে,
তোমারি ছটায় একথা রটায়ে কহে।
আলো আলো ওগো অনল রশ্মিরাশি!
মোর অরূপেরি তুমি অপরূপ হাসি।

(৪)

ভালবাসি আমি ভালবাসি ভালবাসি
নি-তল শীতল অকূল সলিলরাশি।
মুখে চোখে দিই অঞ্জলি ভরি ভরি—
কণ্ঠদহন তৃষ্ণা দমন করি।

ভালবাসি

তটিনীর নীর সারা গায়ে মাখা মাখা,
ডুব দিয়ে দিবে জুড়াই তপ্ত কায়া।
হেরি ঝর ঝর বরষার বারিধারা
মনোতরী মোর অনন্তে দিকহারা।
জল জল ওগো জল ওগো জল শুধু
ভিজাইয়া দেয় জীবন-মরুর ধু-ধু।
তোমার শীতল মধুর আস্বাদনে
আস্বাদি সেই অনাস্বাদিত ধনে।

ভালবাসি আমি ভালবাসি ভালবাসি
মাটি মাটি মোর সন্তাপ ব্যথা-নাশী।
ভ্রান্তি-ভুলানো সান্ত্বন হাতখানি
জুড়াইয়া দেয় স্খলন পতন গ্লানি।
পুষ্পে শস্পে পাদপে বিলাও ছায়া,
মাটি মা-আমার মার মত তোর মায়া।
ফুলের গন্ধে আনন্দে মন দোলে
অঙ্গ এলাই তোমার বিছানো কোলে।
ধরণী আমার ভরণী আমার তুমি
জীবন জুড়ানী জননী জন্মভূমি।
সেই অনঙ্গ-অঙ্গগন্ধ ভরা
অরূপেরি রূপ তুমি মা বসুন্ধরা।

ভালবাসি আমি ভালবাসি যুগ যুগ
অধর তোমার এ ধরি ধরি কৌতুক।

চারিদিক দিয়া উঁকি দিয়া দিয়া দেখা
পথে পথে পড়া চরণপদ্মরেখা।
পলাতে চকিতে চলিত উত্তরীয়—
প্রান্ত-গন্ধ বড় ভালবাসি প্রিয়।
চলিতে ক্বচিত ঈষত হাসিয়া চাওয়া
ভালবাসি এই পাই পাই নাহি পাওয়া।
চিরকাল ধরি চির রাতি চির বেলা
তোমাতে আমাতে চলে লুকোচুরি খেলা।
সব দ্বারে তব দৃষ্টির ছায়া পড়ে—
চরণ কেবল পড়ে না মধ্য ঘরে।
আনন্দময়! খেলিছ রঙ্গে মাতি'—
(আমি) হ'ব হ'ব তব অভিনব লীলাসাথী।

জীবন-ধারা

চল চল মোর চপলা তটিনী চল অচপল গতি
চল দুইকুল সামালি আমার ক্ষুব্ধ জীবন-নদি!
সুখ দুখ বাধা বেদনা ব্যাকুল তরঙ্গ রঙ্গিনি!
উচ্ছ্বাসি মোর সব ভাসায়ো না অসিধার প্রবাহিনী
চল চল তীরবেগে
চল দুই কূল রেখে'—

জীবন-ধারা

দুইদিকে তোর বিধি ও নিষেধ উচ্চ কঠিন বাঁধ
তারি মাঝে মাঝে চল নদি মোর! হইও না উন্মাদ।
উঁচু দু'টি পাড় বাহু দিয়ে তোরে আগুলিয়ে রাখে যেন—
রক্ষাবাঁধন মানো মানো মন! উন্মনা হও কেন?
আমার জীবন-নদি!
সংযত কর গতি।

মাঠে ঘাটে স্নান পূজা হোম দান শান্তির বিতরণ
কোলে কোলে পূরি কাণায় কাণায় টলমল কর মন!
তোমার স্পর্শ দর্শনে হোক্ বর্ষণ হরষেরি—
ক্লান্ত-কাতর তপ্ত-জীবন জুড়াইয়া যাক্ হেরি'।
আনন্দ বিতরিয়া
চলো বাঁধা পথ দিয়া।

ঘাট বাট মাঠ একাকার করা উত্তাল জলরাশি
লক্ষ পরাণে হানা দিয়া দিয়া কি হবে সর্ব্বনাশি?
ঐ আসে আসে'—প্রাণহরা ত্রাসে মুদ্রিত আঁখি সবে
উচ্ছল জল উদ্ধত বাহু উদ্দাম কলরবে—
উন্মাদসম চলা,
বিরাট বিশৃঙ্খলা।

চল চল মোর জীবন-তটিনী! বাঁধ বাধা পথে পথে
জঞ্জাল-জাল ভাসাইয়া চল চল ক্ষুরধার স্রোতে—

চতুঃসম

নিয়মে তোমার গভীর জীবন হউক তীক্ষ্ণগতি
অসীম অপার পারাবার লভ' ঈপ্সিত তব পতি।
ফিরি' ফিরি' হেরি' হেরি'-
করিও না পথে দেরী।

সুহৃদ

আমি আজি তোমাদের শ্রেণী সীমা ছাড়ি,
দূরে আসিয়াছি
মহান্ কল্যাণ গুণরত্ন সারি সারি
কণ্ঠে পরিয়াছি,
বিশ্বের নমস্য শ্রেষ্ঠ শ্রেয় সিংহাসনে
লভেছি যে স্থান
কৃতজ্ঞ অন্তর মোর স্মরে প্রতিক্ষণে
তোমাদের দান।
আমার চরণে ছিল কতটুকু বল
আমি জানি সে ত-
আমার ছিল না সাধ্য সেই টলমল—
পায়ে চলি এত ?

সুহৃদ

আমার দুর্ব্বল বাঞ্ছা কবে অপঘাতে
প্রাণ হারাইত—
তোমাদের সকলের বাঞ্ছা সেই সাথে
না হলে মিলিত।
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা আশীষ বচনে
বাড়িল শকতি,
অবিরত স্তুতি আর জয়োহস্তু বচনে
দ্রুত হল গতি।
যশোগান মুখর-রসনা তোমাদেরি
অবিরত মোরে,
(আনন্দিত করতালি সহে নাই দেরী)
ঠেলিয়াছে জোরে।
তোমাদের ঊর্দ্ধবাহু ধন্যবাদ মোরে
উচ্চ করিয়াছে
হীন হতে দেয়নি সে নিমেষের তরে
এ জীবন মাঝে,—
চলিতে চলিতে যদি ক্ষণেক থমকি
পশ্চাতে চেয়েছি
'তুমি ধন্য, তুমি ধন্য' শুনিয়া চমকি
দৃষ্টি ফিরায়েছি।
মনুষ্যত্ব মহত্বের অসীম সীমায়,
আজি দাঁড়াইয়া—
হে সুহৃদ! তোমাদেরি কৃতিত্ব আমায়
দেয় পুলকিয়া।

বন্ধু মোর! কে তোমারে স্তাবক বলিয়া
করে অপমান?
হিতকারী জগতে কে পাইবে খুঁজিয়া
তোমার সমান?

যথালাভ

যে আলো এল রে তোর জানালার ফাঁকে
আঁধার চিরিয়া
নিবিড় তিমির তোর নিমেষের তরে
দূর করি দিয়া,
এ যে বাদলের রোদ্ দু' নয়ন মেলি'
কর তারে পান
এ যে ঘন তমসায় ক্ষণিক বিজলি
পথের সন্ধান ;—
প্রাণপাত্রে নে উহারে বহুমান করি'
কর্ আবাহন
আজি আর অভিমানে থাকিস্ না পড়ি,
মুদিত নয়ন।

যথালাভ

আজি অতীতের বোঝা দূরে সরাইয়া,
অনাগতে ঠেলি'—
নিকটে যে এলো তা'রে পরাণ ভরিয়া
দেখ্ চক্ষু মেলি'—
যা পেয়েছ তুলে লও যতটুকু হোক্
লও বুক ভরে'
অনেক ত কাঁদিয়াছ মুছে ফেল চোখ্
আজিকার তরে,
আজি যে আসিতে চাহে সমাদর করি,
পথ দেহ তার
আনন্দের আলো এ যে খোল ভাল করি,
খোল সব দ্বার।
আজিকার লাভ এ যে যুঁই সন্ধ্যামণি
লহ ঘ্রাণ তার,
যে দিন কাটিয়া যায় সেই বড় গণি
জীবনে আমার।

চিরস্থায়ী স্মৃতি

যদি আদর সোহাগ দিয়া ছুঁইয়া যেতে এ হিয়া

ফুলের মতন,

সুরভিত সে পরাগ পরশ শিহরা দাগ

র'তো কতখন ?

আবেশে অবশ সারা চিত্ত

ক্ষণতরে হইত কম্পিত

লঘু সে কোমল স্পর্শে সোহাগ সরস হর্ষে

মুকুলিত হইত নয়ন,

রঙ্গিন সন্ধ্যা সে তো তখনি মিলায়ে যেতো

মেঘের মতন।

তুমি চিরদিন ব্যথা দিয়া বিঁধিয়া গিয়াছ হিয়া

শেলের মতন,

সুগভীর ক্ষত তার নহে নহে ফুরাবার

শোণিত ক্ষরণ।

আহত অন্তর ক্ষণে ক্ষণে

তোমারেই স্মরে মনে মনে,

ভরিয়া সকল প্রাণ তোমারি বেদনা দান

বাণসম ফুটে সবখন,

তোমার পরশ এ যে পরাণে রহিল বেজে

সারাটি জীবন।

পরিচয়

আবেশে অবশিত ছিলাম আমি
স্বপন ভরে আধঘুমে
ঝঞ্চা আসিল সে দুয়ার হানি
ছন্ন করি ধূলি ধূমে।
নীরব নিশি থম্‌থম্‌
কপাট কাঁপে ঘনঘন
বুঝিনু দূত এই তব
বার্ত্তাবহ অভিনব
আমূল যবে তরবারির ফলা
মর্ম্মতলে গেল নেমে—
ধ্বনিতে চিনিনু সে তোমার চলা
তন্দ্রা দিয়ে গেল ভেঙ্গে।

ধরণী বিদারিয়া বজ্র পড়ে
রুদ্ররোষে গৃহমাঝে
শুনিনু গম্ভীর তোমার স্বরে
অভয় বাণী তাহে বাজে।
ধাঁধিয়া আঁধা দু'নয়ন
বিজলী জ্বলে ঘনঘন
বুঝিনু এই তব ধারা
অসাড়ে জাগাইতে সাড়া

চতুঃসম

আকাশ চিরি যবে দারুণ দাগে
করিয়া দিল দুইখানা
আভাসে দেখিনু সে অনল রাগে
তোমারি পদতল রাঙা।

নীরব দ্বিধাহীন দ্বিপ্রহরে
জ্বলিয়া উঠে গৃহচালা
কপাট মুদি ছিনু আলসভরে
সহসা দশদিক আলা।
বুঝিনু কেন প্রাণপণ
সর্ব্বনাশা আয়োজন
চেতনহীন এই জড়ে
চেতন করিবার তরে
বুঝিনু কেন এই আগুন জ্বালা
দেখিনু যবে আছে ফুটি'—
অরুণ আভাসনে করুণাঢালা
তোমারি রাঙা আঁখি দু'টি।

পথের মাঝে যবে পান্থশালে
থামিনু পথ শ্রমভরে
ভুলিয়া ঘুমাইনু চলারকালে
বাঁধিনু বাসা চিরতরে।
নদীর দুইকুল ভাঙ্গি
উতলা ঢেউ এল নামি

বুঝিনু এই তব ডাক
বাজালো মঙ্গল-শাঁখ্
বন্যা এলো যবে সকলহরা
কুটীর নিল ভাসাইয়ে
চিনিনু বাহু তব স্পর্শভরা
তাহারি মাঝখান দিয়ে।

অতৃপ্ত

কেন ক্ষুধা না পূরা'তে সুধা ফুরাইল ?
দহিয়া এ হিয়াতল।
কেন জ্বালা না জুড়াতে শেষ হয়ে গেল ?
অমল শীতল জল।
কেন চকিত চপলা চমকিয়া চির
নিবিড় করিল নিশা ?
কেন আলোর মানিক ক্ষণিক ঝলকি'
আঁধারে পূরিল দিশা ?

যদি পরাণ পূরিয়া পিয়াইতে সুধা
পিপাসা নিবারি নীর,

তবে ভিখারী তোমার বারবার আর
করিত না অস্থির।
যদি আকুল আঁখির অঞ্জলি তা'র
ভরে দিতে দর্শনে,
তবে এমন করিয়া ফিরিত না সে
বাতায়নে বাতায়নে।
যদি বাড়াইলে হাত জীবনের সাধ
পূরা'লে না কেন তার?
তবে এমন করিয়া জীবন জ্বলিয়া
হইত না অঙ্গার।

তা'র পর

সকালবেলা কহিয়াছিলে কাণের পাশে
পাবিরে পাবি,—
গড়িয়ে প'ল মাঘের বেলা খুল্‌লে না সে
ঘরের চাবি।
প্রতিদিনের পদক্ষেপে চলিয়া যাই
আকুল আঁখি খুঁজিয়া ফিরে নাই সে নাই,
রোদন ভাঙা স্বর,—

তা'র পর

সকল পেয়ে অবুঝ হিয়া প্রশ্ন করে
"কোথায় তা'র পর ?"

ক্ষুদ্র ক্ষুধা পূরণ করা সফল ফল
আঁজলা পোরা,
পাতার বাঁশী দাঁতের হাসি তৃষার জল
অধরে ধরা !
নিত্য শত বর্ণে এ তো পুরাণো খেলা
কাণে কাণে যে কহিয়াছিলে সকালবেলা
কাঁদিছে অন্তর,
"নূতন সেই রতন কোথা" প্রশ্ন করে
"কোথায় তা'র পর ?"

এ নহে সেই বুঝি গো এই, এ নয় নয়
ফিরায় আঁখি,
ধরার ধূলি হিয়ায় তুলি কাঁদিয়া কয়
সব যে ফাঁকি।
পূর্ণ শত পৃষ্ঠা নব উপন্যাসে
পাতের পরে উলটি পাতা ক্লান্তি আসে
কই সে সুন্দর ?
"চরম কোথা সার্থকতা" প্রশ্ন করে
"কোথায় তা'র পর ?"

কোথায় ওগো কোথায় কই পাগল মন
খুঁজিছে তাই,

চতুঃসম

ভাগ্য, যশ, প্রণয় রস, ধন রতন
কিছুতে নাই,—
যে বারিপানে রহে না আর তৃষ্ণালেশ,
প্রাণের সেই সার্থকতা, আশার শেষ,—
পথের সীমা ঘব,—
আশার ছলে ব্যথিত প্রাণ, প্রশ্ন করে
"কোথায় তা'ব পর?"

গৌরাঙ্গ আবাহন (জন্মদিনে)

এস হে গৌর! হৃদয়-চৌর! নদীয়াচন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্‌গুণি, সেই ত পূর্ণিমা॥
কবে এসেছিলে, কবে চলে গেলে
দেখি নাই দেখি নাই।
তোমার মাধুরী, করে প্রাণ চুরি,
এস এস হে নিমাই!!
শ্রীঅঙ্গ বরণে, কনক কিরণে,
(কত) অন্ধ লভিল দৃষ্টি।
এস নদীয়ার চাঁদ! আবার
কর সেই প্রেম-বৃষ্টি॥

শ্রীগৌরাঙ্গ আবাহন (জন্মদিনে)

ভক্তজীবন ! শচীপ্রাণধন !
কোথা আছ জীবসখা !
অমর সমাজে, তোমার কি সাজে ?
দুখীজীবে ভুলে থাকা ॥

"এস হে গৌর ! হৃদয়-চোর ! নদীয়াচন্দ্রমা !
এস গুণমণি ! আজি ফাল্গুণি, সেই ত পূর্ণিমা ॥"
ওগো দীননাথ ! দীন অশ্রুপাত,
তপ্ত বুকের ব্যথা।
(যদি) তুমি না আসিবে, কেবা নিবারিবে ?
হেন বন্ধু আছে কোথা ?
দেখ নাথ চেয়ে, ভুবন ভরিয়ে,
কি দ্বেষ অনল জ্বলে।
ওগো তুমি এস, এস হৃদয়েশ !
শান্ত কর প্রেমজলে ॥
জীবে দয়া আর, মৈত্রী প্রচার,
হরিবাস সর্ব্বজীবে।
তুমি না ভাসিলে, নয়ন-সলিলে,
কে শিখাবে কে শিখিবে ?

"এস হে গৌর ! হৃদয়-চোর ! নদীয়াচন্দ্রমা !
এস গুণমণি ! আজি ফাল্গুণি, সেই ত পূর্ণিমা ॥"
মূর্ত্ত বিরাগ, সেই মহাভাগ,
তোমার ভক্তগণ।

চতুঃসম

প্রেম-সুধাধার, না বরষে আর ;
নাই রূপ সনাতন ॥
শুধু দলাদলি, পরস্পরে গালি,
শূন্য গর্ব্ব আড়ম্বর।
বড় বড় সভা, পাণ্ডিত্য প্রতিভা,
গগন-পরশী স্বর ॥
কোথা সে তোমার প্রেম-অশ্রুধার
আঁখিজলে শিক্ষাদান।
দুবাহু তুলিয়া, "হরি হে" বলিয়া,
মধুর নর্ত্তন গান ॥

এস হে গৌর! হৃদয়-চোর! নদীয়াচন্দ্রমা!
এস গুণমণি! আজি ফাল্‌গুণি, সেই ত পূর্ণিমা ॥
তোমার সাধের, সংকীর্ত্তনের,
দুরদশা হের প্রভু!
মূল্য লই তবে, কীর্ত্তনে নাচিবে,
এমন কি ছিল কভু?
কলির সাধন, সেই ত কীর্ত্তন,
এবে গীতে অবশেষে।
তাল মান লয়, সুরের নিশ্চয়,
নাই প্রেম অশ্রুলেশ ॥
মরমের জ্বালা, সে কি যায় বলা?
তুমি অন্তরযামি।

শ্রীগৌরাঙ্গ আবাহন (জন্মদিনে)

এ তপ্ত-হৃদয়, জান দয়াময়
কি আর কহিব আমি ?

এস হে গৌর ! হৃদয়-চৌর ! নদীয়াচন্দ্রমা !
এস গুণমণি ! আজি ফাল্গুণি, সেই ত পূর্ণিমা ॥
আছে জন কত, প্রেমিক ভকত,
নামরসে মাতোয়ারা ।
জীবদশা দেখি, মর্ম্মে মর্ম্মে দুখী,
কাঁদিয়া হতেছে সারা ॥
তব প্রেমে মজি, গরজি গরজি'
ডাকে তারা দিবানিশি ।
"শচীর কুমার ! এস হে আবার,
উজলি আঁধার দিশি
হেমদণ্ডভুজ, শ্রীকর অম্বুজ,
তুলিয়া গগন পানে ।
চরণে নূপুর, বাজুক মধুর
নাচ হরিনাম গানে ॥

এস হে গৌর ! পরাণ-চৌর ! নদীয়াচন্দ্রমা !
এস গুণমণি ! আজি ফাল্গুণি, সেই ত পূর্ণিমা ॥
আয়ত অরুণ নয়নে করুণ,
দিঠিতে আবার চাও ।
দিকেদিকে হরি, প্রেমসুধা ঝরি
ভুবন ভাসায়ে দাও ॥

চতুঃসম

আচণ্ডাল পাপী,   শ্রীচরণ লভি',
মধুকর হ'য়ে থাক্ ।
সাধু ও অধমে,   ভেদ সে প্লাবনে,
ঘুচে যাক্ ঘুচে যাক্ ॥
ডাকে অবিরত,   তোমার ভকত,
শ্রীচরণ করি' লক্ষ্য ।
আম্রশাখা ভরি'   পূর্ণঘট ধরি'
দুয়ারে কদলী বৃক্ষ ॥

এস হে গৌর ! কান্তি-চৌর ! নদীয়াচন্দ্রমা !
এস গুণমণি ! আজি ফাল্গুণি, সেই ত পূর্ণিমা ॥
মধুর বসন্ত   পূর্ণিমা-চন্দ্র,
মধুর সন্ধ্যাকাল ।
এই ত সময়ে   শচীর আলয়ে
দেখা দিলে নন্দলাল !
অদ্বৈত আহ্বানে,   নবদ্বীপধামে,
তোমার আবির্ভাব ।
কা'র ডাকে এবে !   হরিতে আসিবে,
পতিতের পাপতাপ ॥
শুধু দু'নয়নে,   অশ্রু-সলিল,
শুধু মরমের ব্যথা ।
পরাণ জ্বালায়,   শুধু হায় ! হায় !
দয়াল ! রহিলে কোথা ?

শ্রীগৌরাঙ্গ আবাহন (জন্মদিনে)

এস হে গৌর ! হৃদয়-চৌর ! নদীয়াচন্দ্রমা !
এস গুণমণি ! আজি ফাল্গুণি, সেই ত পূর্ণিমা ॥
দীনের বন্ধু, করুণাসিন্ধু !
করুণায দ্রব হয়ে,
পুন নবদ্বীপে, জাহ্নবী সমীপে,
নাচিবে কি গণ লয়ে—
এস এস নাথ ! করি প্রণিপাত,
অগতির গতি ওই ।
চরণে তোমার ভরসা সবার
আশাপথ চেয়ে রই ॥
ভক্তি-স্বরূপিণী, জগতজননী,
বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ।
দুখীজীব লাগি, এস দুখভাগি !
কীর্ত্তন কর রঙ্গে ॥
প্রেমের মূরতি, পতিতের পতি, এস গৌর নিত্যানন্দ !
দু'কর যুড়িয়া, কাঁদিছে বসিয়া, কৃষ্ণদাসীয়া অন্ধ ॥

যুগাবতার

(১)

অধর্ম্ম যবে নিজ গৌরবে ধরিল ছদ্ম ধর্ম্মবেশ,
বঙ্গের প্রতি নগরে নগরে ছিল না কোথাও ভক্তিলেশ ॥
মায়াবাদী যবে তর্ক-আহবে শঙ্কর মত খড়্গ বলে,
চিরন্তন সে হিন্দুধর্ম্ম বিনাশিল বেদ স্থাপন ছলে ॥
উদিল সে দিন নদীয়া-গগনে উজলি সে ভ্রম অন্ধকার।
শচীমা'র কোলে পূর্ণ চন্দ্র ধন্য কলির যুগাবতার ॥

(২)

তন্ত্রের মত বিপথে পড়িয়া ছারখার যবে বঙ্গবাসী।
কৌল রসিক বীরাচার আর বামাচার স্রোতে চলিল ভাসি'।
বর্ণ গুরুর দর্পে যখন দলিত হইল নীচের শির।
পাষণ্ডগণ প্রতাপে যখন ঝরিল ভক্ত-নেত্র-নীর।
নামিল সেদিন নদীয়া আকাশে সে কি অপরূপ জ্যোৎস্নাধার,
হরি হরি রোলে ভরিয়া ভুবন আইলা কলির যুগাবতার !

(৩)

শান্তিপুরের বিজনে বসিয়া অদ্বৈত যবে সাধনরত।
কৃষ্ণচরণনিষ্ঠ মানস অবতার যাঁর জীবনব্রত।
ভক্তিবিমুখ জীবের দুঃখ হরিনামহীন শুষ্ক ধরা—
নিরখি দ্রবিল মহতের প্রাণ কমল-নয়ন অশ্রুভরা ॥
তুলসীর দলে জাহ্নবীজলে এস এস বলি হুহুঙ্কার।
গগন ভেদিয়া পশিল গোলোকে আইলা কলির যুগাবতার ॥

যুগাবতার

(৪)

সেদিন নদীয়া-গগন ভেদিয়া উঠিল কি মহানামের ধ্বনি।
সংকীর্ত্তন-জনক স্বরূপে নামের সঙ্গে নামিল নামী ॥
গ্রহণের ছলে জাহ্নবীকূলে আপামর নরে গাহিল নাম।
কি এক অজানা পুলক-প্রবাহে কাঁপিয়া উঠিল ভক্তপ্রাণ
মধু-পূর্ণিমা সন্ধ্যা-সন্ধি মহামহোদয় লগ্ন যা'র।
সেই শুভক্ষণে উদিল ভুবনে ভুবনপাবন যুগাবতার ॥

(৫)

হরি হরি বলে নাচিল গঙ্গা-সৈকতে যবে শিশু নিমাই।
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ সে মধুস্বরের তুলনা নাই ॥
পসরা মাথায় পসারী দাঁড়ায় পথিক হারায় যাবার পথ।
বাল্যলীলায় ভুবন ভুলায় হেলায় বিলায় কি সম্পদ ॥
কনক কেতকী গঞ্জিত আঁখি পৃষ্ঠে ভ্রমর চিকুর ভার।
শুদ্ধ স্বর্ণবিজয়িবর্ণ ছন্ন কলির যুগাবতার ॥

(৬)

গয়া হতে যবে ফিরিল নিমাই পণ্ডিতবর মুকুটমণি।
বিশ্বজগৎ চমকি হেরিল রসের স্বরূপ প্রেমের খনি ॥
ছুটিল সেদিন নগরে নগরে কি প্রেমবন্যা অলৌকিক।
সাধু ও পামরে রহিল না ভেদ বহিয়া চলিল দিগ্বিদিক্ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ নবকিশোর পুত্র শচীমাতার।
দিব্যোন্মাদে নিশিদিশি কাঁদে ছন্ন কলির যুগাবতার ॥

(৭)

যে দিন নবীন সন্ন্যাসীবেশে মুণ্ডিতশির দণ্ড ধরে—
সোণার অচল সজল চক্ষে জীবের দুয়ারে ভিক্ষা করে ॥
ছাড়ি নদীয়ার অতুল গৌরব বৃদ্ধা জননী তরুণী প্রিয়া—
হেম-গৌরাঙ্গ সাজিল ভিক্ষু দ্রবিল সেদিন জীবের হিয়া।
ভক্তহৃদয় বিদারি সেদিন উঠিল দারুণ কি হাহাকার।
পতিতের তরে নিমাই সন্ন্যাসী প্রচ্ছন্ন কলি যুগাবতার ॥

(৮)

সে কি প্রেমদান ! সে কি নাম গান !
পতিতের সে কি পাবনলীলা।
সে কি অযাচিত মহাকারুণ্য ! সে কি অশ্রুজল !
দ্রবিল শিলা।
হেমদণ্ড দু'টি বাহু প্রসারিয়া অপূর্ব্ব সে কি নৃত্যশোভা।
অধরে মধুর হাস্যমাধুরী জগজন-মন-নয়ন-লোভা ॥
চরণের নখ কিরণ ছটায় দূরে সরে যায় পাতকভার।
কৃষ্ণদাসীর জীবন-দেবতা ধন্য কলির যুগাবতার ॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রোদয় (বাদল)

(১)

বঙ্গের আকাশে যবে ঘনমেঘ দিল দেখা—
গঙ্গার সীমান্ত ছুঁয়ে ব্যাপিল কজ্জল রেখা ॥
মায়াবাদ অন্ধকারে ডুবে গেল জ্ঞানরবি।
তর্কের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ধূলায় ভরিল সবি ॥
কর্কশ কুলিশ নাদে দীনের অন্তর জ্বলে—
ব্রাহ্মণ্যধর্মের নামে ঘোর অত্যাচার চলে ॥
কোথা জল কোথা জল শুধু হা-হা-ঝঞ্ঝাবাত।
তখন তখন তুমি জলরূপে এলে নাথ ॥

(২)

মরি ! মরি !
কি ওই করুণাবৃষ্টি গজ মুকুতার মালা—
ধরায় টুটিয়া পড়ে জুড়াল জুড়াল জ্বালা।
কোথা সেই ভীমঝঞ্ঝা কদম্বকেশরময়।
শীতল করিয়া তনু ভকতি-মলয় বয় ॥
কোথা সে ব্রাহ্মণ্যবজ্র গৌরাঙ্গ প্রেমের বলে।
দ্বিজেন্দ্রমুকুটমণি যবনের পদতলে ॥
ধূলির আঁধারে যবে লেগেছিল বড় ধাঁধা।
কীর্ত্তনে কাঁদিয়া গোরা তিতায়ে করিল কাদা ॥

(৩)

নদীয়া-উদয়-গিরি প্রেম-শশধর ফিরে—
শচীগর্ভে ক্ষীরনিধি-মন্থনে উঠিল কি রে ?
কলি অন্ধকারে লীন ক্লিষ্ট তপ্ত দিশাহারা—
কারুণ্য-জ্যোছনাস্নাত ঝলকিল ভক্ততারা ॥
উচ্চের পেষণে পিষ্ট নীচ পতিতের পতি ।
তা'দেরি বেদনা বুঝি এলে গো ব্যথার ব্যথি ॥
আপামর সাধারণে এক অধিকার দিয়া ।
মধুর শ্রীকৃষ্ণনামে বিশ্ব দিলে কাঁদাইয়া ॥

(৪)

প্রেমের বাদলে ঘন মৃদঙ্গ গরজে মৃদু ।
কৃপাজলধর গোরা বরষে গোলকমধু ॥
ব্রজের উজ্জ্বল রসে উজ্জ্বলিল গিরিদরী ।
ভকত-ময়ূরবৃন্দ নাচে রসাস্বাদ করি ॥
পতিত তাপিত জীব গৌরাঙ্গ-গগনতলে—
দাঁড়ায়ে তিতিল তা'রা সে অনন্ত অশ্রুজলে ॥
হেমদণ্ড-ভুজ তুলি হরিবোল হরিবোল ।
বিশ্বের লাঞ্ছিত ত্যক্ত লভিল চৈতন্যকোল ॥

(৫)

হে নাথ ! হে প্রেমনিধি ! হে কারুণ্যসীমাহীন !
ফাল্গুণী পূর্ণিমা আজি তোমার উদয় দিন ॥
বিশ্বের নয়ন মুছে' ও-অভয় করতল,—
মুছাতে এ দীর্ণ-আঁখি, হইল কি দুরবল ?

জন্মাষ্টমী নিশীথে

জগৎ আশ্রয় লভি ও-শীতল পদমূলে—
জুড়াল, শুধুই নাথ? আমারে কি গেলে ভুলে?
আজ ওগো রাজ রাজ ছাড়িব না কোনমতে—
দু'কর প্রসারি আছি আজ ভিক্ষা হ'বে দিতে॥
'তৃণাদপি' মহামন্ত্রে দীক্ষা দাও দীননাথ!
হে গুরু! হে দেব! লহ কৃষ্ণদাসী প্রণিপাত॥

জন্মাষ্টমী নিশীথে

শরতে রজত শুভ্র
ছিল কৌমুদীর হাসি
মাধবী রজনী স্নিগ্ধ
অম্লান জোছনরাশি।
ছিল উষা মৃদুমন্দ
সমীর সুরভি ভরা,
প্রভাতে পরমানন্দ
সারাবেলা আলো করা,
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি
সূচীভেদ্য তম ঘোর
ওরে ধরণীর যাত্রি!
সেই হল পথ তোর।
ছিল বসন্তের সাঁঝ
শীতের পড়ন্ত বেলা,
দুরন্ত বাদল আজ
বাতাস করিছে খেলা,
নিবিড় কাজল-লেপা
আকাশের বুক চিরে,
গগনে গগনে ক্ষেপা
চপলা চমকি ফিরে।
গুমরি গরজে ঘন
ঝর ঝর বারি ঝরে,

অব্যক্ত ব্যথায় যেন গগন গলিয়া পড়ে।
তার মাঝে রাঙাপদ স্বচ্ছন্দে বাড়া'য়ে দিলি,
দুস্তর পিচ্ছল পথ টিপিয়া টিপিয়া এলি।

* * *

প্রতীক্ষাকাতর-আঁখি চেয়েছিল সারাদিন
আধেক রজনী জাগি ক্রমে সে ভরসাহীন,
তিমির শয্যায় পড়ি' এলাইল তনু তার
তখন আসিলি পরি— হরিতে দুর্ব্বহ ভার;

* * *

আলো ভালো লাগিল না গান, গন্ধ, হাসি, ফুল;
আয়োজন উপাসনা তোর কি সকলি ভুল?
ছিল কত পূর্ণ তিথি খণ্ডাষ্টমী নিলি বেছে
দুর্য্যোগের রে অতিথি! নিশীথে নামিলি নেচে'।
রাজগৃহ পরিহরি বরণ করিলি কারা
বন্দীবক্ষ আলো করি' ঢালিলি কিরণধারা!
তুমি তিমিরের ইন্দু! তিমিরে তোমারে পাই,
ওরে দুর্দ্দিনের বন্ধু! দুর্দ্দিনে আসিলে তাই।

* * *

যত দুঃখ যত পীড়া যত অন্ধকার রাতি
কংসের ধ্বংসক্রীড়া যত হ'লো মর্ম্মঘাতী
যত নয়নের জল যমুনা দু'কূল ভাঙে,
রাতুল চরণতল ততই নিকটে নামে।
যত দুর্নীতির ব্যথা যত বাড়ে অত্যাচার,

জন্মাষ্টমী নিশীথে

যত গুরুভার ব্যথা তথা তব অবতার।
ওরে ওরে ব্যথাহারী দুঃখ তোর সিংহাসন,
অশ্রু অভিষেক বারি আর্ত্তনাদ আবাহন।

*   *   *

তাই আজি বারবার আঁধার আকাশ চাহি
নামিয়াছে অন্ধকার কিছু আর বাঁকি নাহি
নেমেছে বাদলধারা মেঘে মেঘে হানে বাজ,
বাতাস পাগলপারা এস এস এস আজ।
মন-মথুরাতে মোর আজি জন্মাষ্টমী নিশি,
দ্বিতীয় প্রহর ঘোর অন্ধকার দশদিশি,
হের কংস কারাগার ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা,
লৌহ-শৃঙ্খলের হার বক্ষে গুরুভার শিলা।
হের অশ্রু যমুনার উত্তাল তরঙ্গমালা,
কিছু নাই বাঁকি আর হের অই বজ্রজ্বালা।
সারাপ্রাণে নামিয়াছে ভাদর বাদর বারি,
আর দেরী সহে না যে এস হে তিমিরহারী।

আনন্দনাট্যের শেষাঙ্ক
অথবা
দীপনির্ব্বাণ

(১)

আহা মরি মরি নবজলধর,
কে ওই কে ওই শ্যামলসুন্দর,
রূপের আলোকে বিজলী ঝলকে,
নবীন পুরুষরত্ন।
তরুণ অশ্বত্থ তরুতলে বসি,
সহাস প্রসন্ন কিবা মুখশশী,
আকাশের শশী নখে পড়ে খসি,
ও কোন্ কবির স্বপ্ন ?
বাম উরুপরি দক্ষিণ চরণ,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ কমল লাঞ্ছন,
রক্তশতদল জিনি সুশোভন,
নিরখি নয়ন মুগ্ধ।
নিজানন্দে পূর্ণ হৃদয়-কমল,
প্রেমসুখে তনু করে টলমল,
হৃদি উছলিয়া পড়িছে গলিয়া,
জগৎ করিতে স্নিগ্ধ॥

সুপীত-বসনে শ্রীকটি উজলা,
জলদে ও যেন অচলা চপলা,
বিদ্যুতের প্রায় ও কি দেখা যায় ?
প্রসর হৃদয় মধ্যে।
তাহে বামাবর্ত্ত দিব্য লোমাবলী,
কার পদচিহ্ন ও বুক উজলি,
রূপ হেরি হিয়া পড়িছে লুটিয়া,
অভয় চরণপদ্মে॥
উদার মূরতি ভুবনসুন্দর,
নয়নযুগল গগন উপর,
দীর্ঘ দুই ভুজ শ্রীকর অম্বুজ,
রাখিয়া আপন অঙ্কে।
এত রূপ এত করুণা লইয়া,
কার লাগি যেন রয়েছে বসিয়া,
অনাথ জীবের নাথ কি আসিয়া ?
মিলেছে তাদের সঙ্গে॥
(আহা) ও কি শুনি দূরে কা'র হাহাকার,
কোথা দীননাথ ! করুণ চীৎকার,
কে আসে কে আসে বিরহ হুতাশে,
ইহারি কি অনুরক্ত ?
ওই যে ওই যে আহা মরি ! মরি !
অশ্রুস্নাত তনু ধায় উঠি পড়ি,
মুখে শুধু বোল "হরি হরি বোল,
বধিও না নিজভক্ত॥"

চতুঃসম

চমকিত হই শ্যামলরতন,
করুণ নয়নে করে দরশন,
বিন্দু বিন্দু বারি গণ্ডে পড়ে ঝরি,
টলিল অটল চিত্ত।
সমীপে আসিয়া ব্যথিত ভকত,
দণ্ডবৎ পড়ে শ্রীপদে প্রণত,
যুক্তকরে কহে কণ্ঠ গদগদ,
সর্ব্ব অঙ্গ স্বেদসিক্ত॥
"কেন চলিলে ওগো কোথা চলিলে ?
ডুবাইয়া ত্রিভুবন আঁখি সলিলে॥
কোথা তুমি যাবে নাথ।
আমি ছেড়ে দিব না ত,
জীবন করিব পাত চরণতলে।
ভকত বধিয়া তুমি যাও হে চলে॥

(২)

আনন্দের হাট পাতি করিলে খেলা।
ভূলোকে বসা'লে আনি গোলোকমেলা॥
নিমেষ নাহি ত ফেলি ফুরা'ল কি সুখ কেলি,
পূর্ণশশী ডুবাইলি সাঁঝের বেলা।
হায় হে ভকত প্রিয়! এ কোন্ লীলা ?

(৩)

জীবের জীবন নিয়ে খেলা শিখিলে।
এ বাজি কে দেখিয়াছে সারা নিখিলে ?

একি খেলা খেলিলে হে মরমে মরম দহে,
কে বাঁচিবে এ বিরহে প্রাণে মারিলে।
আশ্রিতবৎসল ! নাথ একি করিলে ?

(৪)

কি দোষে ত্যজিয়া যাবে ? নয়নতারা !
তোমা বই কিছু যে আর জানে না তারা।
হে গোবিন্দ একি একি, না স্মরিলে শ্রীদেবকী
বসুদেব বাঁচিবে কি ? রতনহারা।
ধন্য হে নিঠুর ! একি প্রেমের ধারা ?

(৫)

"সুবিশাল যদুবংশ বিশ্ববিজয়ী।
নিমেষে কি মুছে দিলে ; কেমনে সহি ?
কি কাল প্রভাসে আসা ; ফুরাইল সব আশা,
পোহাইল সুখনিশা, জোছনাময়ী।
প্রখর তপন তাপে মরিনু দহি ॥

(৬)

"যাদবেন্দ্র বলদেবে কোথা রাখিলে ?
আর কি দর্শন তাঁর পাব নিখিলে ॥
আর কি আর কি ফিরে, সেই শুভ্র কলেবরে,
বাহু প্রসারণ করে, ল'বেন কোলে ?
রোহিনীজীবনধন কোথা লুকালে ?

(৭)

"তোমার চরণ মম নয়নতারা।
না দেখিয়া দশদিশি কি আঁধিয়ারা ॥

আকুল উন্মত্তপ্রায়, দিশাহারা উভরায়,
কাঁদিয়া জীবন যায়, খুঁজিয়া সারা।
কর'না কর'না দাসে চরণছাড়া॥

(৮)

"খুঁজিতে খুঁজিতে এই দূর বিপিনে।
তোমারি আলোয় তোমা নিয়েছি চিনে॥
শ্যামল রূপের আলো দশদিক্ ঝলমল,
কেমনে বাঁচিব বল ও পদ বিনে।
বল তাই বলে দাও এ-গতিহীনে॥"
বল নাথ বল বলে, লুটায় চরণতলে,
সারথি দারুক।
গোবিন্দ সজল আঁখি, সে করুণ দৃশ্য দেখি,
বিদরয়ে বুক॥
দীর্ঘ ভুজ দণ্ড দিয়া, হৃদয়ে তুলিয়া নিয়া,
কান্দেন শ্রীনাথ।
গদগদ কণ্ঠস্বরে, সস্নেহে সান্ত্বনা করে,
শিরে দিয়া হাত॥

"কেন যা'ব ? কোথা যা'ব আমি, ভয় নাই কেঁদ না দারুক !
ভক্ত মোর দেহ, প্রাণ, মন, ভক্তহৃদি বাসে মোর সুখ॥
তোমাদের হৃদয় ছাড়িয়া, যাইতে শকতি মোর নাই।
যে শৃঙ্খলে রেখেছ বাঁধিয়া, কি সাধ্য সে বাঁধন কাটাই॥"
স্তোকবাক্যে ভুলিল না দাস, রুদ্ধকণ্ঠে কহিল দারুক।
"অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যনিবাস, হারা'ব কি এই শ্যামরূপ ?

এই মূর্ত্তি ভক্তের জীবন, এই হাস্ত সস্নেহ উদার।
এই তনু নয়ন অঞ্জন, ইহা বিনে ভুবন আন্ধার ॥"
লুটায়ে লুটায়ে পদতলে, বাণবিদ্ধ হরিণীর প্রায়—
ভাসিয়া অজস্র অশ্রুজলে, কাঁদে ভক্ত অব্যক্ত ব্যথায় ॥
শুভ সুকোমল পদ্মকরে মুছাইয়া অশ্রুজলকণা।
নিজ গণ্ডে মুক্তাফল ঝরে, যদুনাথ করেন সান্ত্বনা ॥
"এস নাথ! বলিয়া যখন, প্রিয়ভৃত্য কাঁদিবে আমার।
এইরূপে আমি সেইক্ষণ, দাঁড়াইব সম্মুখে তাহার ॥
অশ্রুবারি বিধৌতশরীরে, হা গোবিন্দ! বলিবে যেজন।
"হোক সে চণ্ডাল মহাপাপী, আমি তারে দিব দরশন ॥
"সঙ্কটে পড়িয়া সতী ডাকে, কোথা লজ্জা নিবারণ! হরি!"
"চক্র ধরি পাষণ্ড নাশিতে, এইরূপে আমি অবতরি ॥"
"যেখানে দুর্বৃত্ত অত্যাচারে, ভক্ত কাঁদে রাখ রাখ নাথ।"
"এই সে শ্যামলরূপে আমি, সেইখানে হইব সাক্ষাৎ॥"
"আমার মধুর লীলামধু, মরতের মৃত্যুঞ্জয়সুধা।
"সে লীলা যে পান করে শুধু, এইরূপে নাশি তার ক্ষুধা ॥
"চিদানন্দ নিত্যকলেবরে, লোকলোচনের অগোচর।
"বিরাজিব নিজ নিত্যধামে, কি ভয়? কেঁদ না অতঃপর ॥
"ভকতের প্রাণধন আমি, ভক্ত মোর হৃদয়রতন।
"তিল এক বিয়োগ ত নাই, তবে ব্যথা ভাব কি কারণ?
"যাও ফিরে দ্বারকানগরে, কহিয়ো" কহিতে রুদ্ধস্বর।
প্রেমসিন্ধু উছলে অন্তরে, আঁখিনীর ঝরে ঝর ঝর ॥
"কহিয়ো দ্বারকা ছেড়ে' যেতে, সপ্তদিনে দ্বারকা ডুবিবে।

প্রণমিয়ো মাতাপিতাপদে, নিত্যধামে আবার মিলিবে ॥
"ভয় কি ? তোমরা মোর প্রাণ, নিত্যসাথী বিরহ কোথায় ?
কাঁদিয়ো না ; যাও ত্বরা যাও, যাও বৎস বিদায় বিদায় ॥"

অভয় কোমলমধু, শুনিয়া সান্ত্বনাবাণী ।
দারুক নমিল পদে, যুড়িয়া যুগলপাণি ॥
অশ্রুধৌত মুখপদ্ম, প্রভুপাদপদ্মে দিয়া ।
চরণ আলিঙ্গি কাঁদে, গুমরিয়া গুমরিয়া ॥
অস্ফুট কণ্ঠের রব আধ আধ শুনা যায় ।
"রামরূপে এত কৃপা করেছিলে যদুরায় ॥
আবালবনিতাবৃদ্ধ সাথে নিয়ে গিয়েছিলে—
(ওগো) এবারে এমন কেন ? নিঠুর হে ! কি করিলে ?
দারুক ফিরিল গৃহে অভিনয় ফুরাইল ।
কাল যবনিকা বুঝি রঙ্গমঞ্চ আবরিল ॥
"হে গভীর ভাবমগ্ন ! উদার মহান কবি ।
স্বেচ্ছাময় ! লীলাময় ! লীলায় বিলয় সবি ॥
এ কারুণ্যরসপূর্ণ— বিয়োগান্ত নাটকের—
এই কি অন্তিম অঙ্ক ? শেষ স্বাদ এ রসের ?
উৎসবে বিভোর পুরী, আলোময় চারিদিক ।
দেওয়ালী নিশীথে একি ? নিভালে আনন্দদীপ ॥
দিক উজলিয়া দীয়া, জ্বলিবে কি কভু আর ।
ফুরাবে আনন্দনাট্যে বিয়োগান্ত হাহাকার ॥
নিজে তুমি দিয়া গেছ আশ্বাস অভয় সুধা ।

আশাপথ চেয়ে আছি তুমি কি মিটাবে ক্ষুধা ?
হে সত্যসংকল্পনাথ ! আসিবে কি আসিবে কি ?
কৃষ্ণদাসীর তপ্ত-হৃদয় জুড়াবে দেখি ॥

শ্রেষ্ঠ দান

(১)

স্ফটিকোজ্জ্বল মণিনির্ম্মিত উচ্চ তোরণোপরি,—
শুভ্র পতাকা উড়িছে রক্তসূর্য্য বক্ষে ধরি' ॥
উড়িছে কোশল কীর্ত্তি-নিশান,
দিকেদিকে বাজে বিজয়-বিষাণ,
সমৃদ্ধ রাজপ্রাসাদ ইন্দ্রপুরীর দর্প হরি'—
উন্নতশিরে ধন্য মহিমা দেখায় ভুবনভরি ॥

(২)

বন্দী গাহিছে "জয় রে সূর্য্যবংশ গরিমাগান ।
সত্যলোকের শীর্ষ পরশে বিশ্বে না হয় স্থান ॥
জয় প্রজাপাল সমিদ্ধতেজা,
দেবেন্দ্রজয়ী দশরথ রাজা,
কোশলপদ্ম ভাস্কর জয় রঘুনন্দন রাম ।
জয় লক্ষ্মণ-ভরতকুমার, শত্রুঘ্ন গুণধাম ॥

(৩)

রত্নখচিত শুভ্র মসৃণ মর্ম্মর গৃহতলে—
স্তম্ভ উপরি' কনকময়ূর-কণ্ঠে মানিক জ্বলে ॥
চৌদিকে তা'র কুন্দদশন—
বিকাশি হাসিছে শিশু চারিজন,
স্বর্ণময়ূর ধরিবারে ধায় কপট যুদ্ধ চলে।
বালকণ্ঠের সে কলকাকলী কর্ণে অমৃত ঢালে ॥

(৪)

দুর্ব্বাদলের কান্তিহরণ সুন্দর দু'টি ভাই।
কষিত-কনকবর্ণ দু'জনে বিশ্বে উপমা নাই ॥
সমবয় সনে মত্ত খেলায়,
সহসা চমকি তিনজনে চায়,
জ্যেষ্ঠকুমার গড়াগড়ি যায়, কি জানি রত্ন চাই।
ক্রন্দন শুনি চমকিল দেবী কৈকেয়ী এল ধাই ॥

(৫)

"কেন কেন একি ? কুমার আমার ! কেন রে পৃথ্বিপরে ?
কে মারিল তোমা ? ভরত অথবা শত্রুঘ্ন কহ মোরে।
কহ লক্ষ্মণ ! অগ্রজ তোর
কোন্ ব্যথা পাই বিষাদে বিভোর ?
তোরা তিনজনে ভৃত্য অধিক সতত সেবিস্ ওরে।
ক্রন্দন কভু জানে না ত রাম বল্‌রে সত্য করে ॥

(৬)

অশ্রুসজল নেত্রকমল রক্তিম মুখখানি।
(শ্রীরামচন্দ্রে ব্যথা দিবে ? তা'রা হায় কৈকেয়ী রাণী)

"এইত এখনি ময়ূর রঙ্গে,
খেলিতেছিলেন মোদের সঙ্গে,
সহসা কি হ'ল—"বলিতে বলিতে রুদ্ধকণ্ঠবাণী।
কুমার কাঁদিছে ঝর ঝর কারো সান্ত্বনা নাহি মানি॥

(৭)

বালকণ্ঠের ক্রন্দনরোল উঠে দশদিশি ঘিরে।
এল সুমিত্রা; কোশলপুত্রী কৈকেয়ী মন্দিরে॥
ফুটিন্ত কি ও শতদল দল,
বিশাল নেত্রে অবিরল জল,
নীল উতপল ধূলায় ধূসরসিক্ত নয়ন নীরে।
ভুবনাভিরাম শ্রীরাম কাঁদিছে কৈকেয়ী মন্দিরে॥

(৮)

রাম ক্রন্দনে চমকিল দেব অযোধ্যা অধিপতি।
সভা ত্যজি ত্বরা অন্তঃপুরেতে প্রবেশিল মহামতি॥
সর্ব অঙ্গ পূর্ণিত ধূলি,
প্রিয় নন্দন বক্ষেতে তুলি,
শ্যামল গণ্ডে চুম্বন দিয়া জিজ্ঞাসে সুত প্রতি।
"কি চাহ কুমার? দুলাল আমার! কে করিল তোর ক্ষতি॥

(৯)

সলিলসিক্ত বিশাল নেত্রে টলমল মধুরতা।
ঈষত স্ফুরিত, রক্ত ওষ্ঠ কুমার কহিল কথা॥
সারা ভুবনের কলঙ্ক নিয়ে,
মাথায় তুলিবে আমার লাগিয়ে,

যুগযুগান্ত অসীম নিন্দা কে সহিবে বল পিতা?
স্বার্থেরে বলি দিয়া কে জ্বালিবে বাসনার চিরচিতা

(১০)

আমি চাই এই শুধু মোর তরে সারাটি বিশ্ব ভুলি,
অসীম অপার কলঙ্কভার মস্তকে লবে তুলি,
যদি নাহি পাই ক্রন্দন করি,
কাটাইব চির দিবা বিভাবরী,
কে দিবে এ দান ! দাও দাও 'কহি, কুমার লুটাল' ধূলি ।
চমকিল সব স্বজনবর্গ বালকের একি বুলি ॥

(১১)

আঁধার সবার বদনকান্তি দশরথ মুখ ম্লান ।
একি প্রতিজ্ঞা সুযশঃ রত্ন ভিক্ষা চাহিছে রাম ॥
কৌশল্যা নিজ হৃদয়ে তুলিয়া,
সান্ত্বনা দেন কতই বলিয়া,
কত স্বর্ণের ক্রীড়ণদ্রব্য পূর্ণ হইল স্থান ।
কত লড্ডুক ফিরিয়া না চায় রঘুনন্দন রাম ॥

(১২)

সুনীল অঙ্গ বাহিয়া নেত্রে ঝরে অজস্র জল ।
শ্রীরাম অশ্রুসিক্ত করিল মর্ম্মর গৃহতল ॥
স্বজন সকলে স্তব্ধ হইয়া,
বিদীর্ণ বুকে আছে দাঁড়াইয়া,
সহসা উঠিল কৈকেয়ী দেবী সারা মুখ উজ্জ্বল ।
"বৎস আমার" ! বলিতে স্থগিত ভগ্নকণ্ঠবল ॥

(১৩)

বৎস আমার লক্ষজীবন-নির্ম্মঞ্ছনমণি।
লহ জননীর যশঃ মানিক্য গলে পর বাপ তুমি ॥
দাও সীমাহীন কলঙ্কভার,
তুলিয়া পুত্র ! মাথায় আমার ;
বহিব তোমার দত্ত সে ভার অতুল ভাগ্য গণি।
তুমি ক্রন্দন সম্বর রাম ! প্রাণাধিক রঘুমণি ॥

(১৪)

ভুজ অর্গলে বেড়িয়া কণ্ঠ মা আমার ! মা আমার !
জননী পুত্র মিলনোত্থিত বহিল অশ্রুধার ॥
নীলোৎপল শ্রীমুখ উজলি,
আবার খেলিল হাস্য-বিজলি,
চকিত স্বর্গ মর্ত্ত্য অবধি প্রণমিল বার বার।
জয় জয় দেবী কৈকেয়ী রাণী ! বাৎসল্য একাধার ॥

(১৫)

প্রণমি তোমায় প্রণমি আবার যুগ যুগ পরণাম।
দশমুখবধে ত্রিলোক তৃপ্ত তোমারি সে কৃপাদান।
কলঙ্কডালি মাথায় লইয়া,
কি প্রেম শিক্ষা দিলে শিখাইয়া,
শ্রেষ্ঠ দানের কীর্ত্তি আজি যে দরবে দারু পাষাণ।
কৃষ্ণদাসীয়া ধরণী লুণ্ঠি তোমারে করে প্রণাম ॥

সাধ্বী

একুশ বছরে বিবাহ-বাসরে লালা কায়েতের মেয়ে
রূপসী চিত্রা নয়ন তুলিয়া পতিমুখ দেখে চেয়ে
অনিন্দ্যদেব কান্তি তরুণ মূর্ত্তি নেহারি সুখে
অমরলিখনে সোণার নিকষে লিখিয়া লইল বুকে
লালার দুহিতা কুমারী জীবন দীর্ঘ তাদের অতি
বিংশ অতীত অপরূপরূপা যুবতী চিত্রা সতী
কৈশোর কবে অস্ত গিয়াছে যৌবন টলমল
চিরজীবনের বাসনাবল্লী ধরিল আজিকে ফল
আনন্দ মাখা মধুর সরমে নেহারিয়া সে আনন
আপনা হারায়ে সমর্পিল সে একেবারে তনুমন।
সমর্পিল সে লাজ কাজ সাজ সমর্পিল সে প্রাণ
তার মানসের বিশ্বজগৎ নিঃশেষে দিল দান।
লাবণ্যডালি ধনীর দুলালী ছাড়িয়া পিতার ঘর
শিবিকা-সোপানে চরণ তুলিল ধরিয়া পতির কর
আবাল্য শত স্মৃতির আগার আজন্ম পরিচিত
গৃহপানে চাহি সজলনেত্র হইল পক্ষ্মাবৃত।

° ° ° °

শ্বশুর ভবনে তিনরাতি গত পতির দরশ নাই
কুসুমসজ্জা ফুলের শয্যা লজ্জায় হ'ল ছাই।
কই পতি কই শঙ্কিত-চিত চিত্রা উন্মাদিনী

পরিচারিকারে　নিভৃতে ডাকিয়া　শুনে নিল সে কাহিনী ॥
বহুদিনকার　বাঞ্ছালতার　ফল তার বহু আগে
ভোগে লাগিয়াছে　সুরা দেবী আর　গণিকা দেবীর ভাগে।
শুনিতে শুনিতে　সাধ্বী চিত্রা　বিস্ময়ে অচেতনা
অশ্রুবিহীন　বিশাল নেত্রে　ছুটিল অগ্নিকণা।
কি যেন কি এক　কঠিন ব্রতের　গভীর নিষ্ঠা রেখা
শুভ্র আননে　ফুটিয়া উঠিল　হৃদয় শোণিতে লেখা

০　০　০　০　০

স্বামী আসিল না　আরো দিন যায়　চিত্রারে নিতে তা'র
স্নেহময় পিতা　আপনি আসিল　লয়ে বহু সম্ভার
লোক লস্কর　শিবিকাবাহন　সমারোহে আসিয়াছে
দুহিতা জামাতা　বরণের আশে　জননী ব'সিয়া আছে।
চিত্রা জানাল　পিতারে আমার　নিভৃতে দেখিতে সাধ।
দর্শন লভি　প্রণতি জানায়　যুক্ত দু'খানি হাত ;
কহিল আমারে　জন্মের মত　সঁপিয়াছ যা'র করে—
জন্মেরি মত　অচলা হইয়া　রহিলাম তার ঘরে।
জননীরে মোর　এইটুকু শুধু　কহিয়ো চিত্রা তাঁর
জীবন মৃত্যু　পতিরই চরণে　সঁপে দেছে আপনার।
বিস্ময়ে পিতা　ফিরে চলে গেল　বুঝিল না হল কি যে
আনন্দহীন　দিনরাতি সতী　গণিতে লাগিল মিছে।

০　০　০　০　•

দশদিনে কভু　বিংশে কখনো　কভু বা মাসান্তরে
স্খলিতচরণ　চিত্রার পতি　আসিত যখন ঘরে

লজ্জা কি ভীতি   বধূজনরীতি   গুরুগৌরব ছাড়ি
পতির চরণ   শব্দে চিত্রা   ছুটে, যেত তাড়াতাড়ি।
চরণ ধুয়া'য়ে   অঞ্চলে মুছি   তাম্বুল দিত তুলি—
দণ্ডেক কভু   প্রহর রহিত   সেবায় যত্নে ভুলি।
গণিকার   অভিসারের সজ্জা   চিত্রাই সাজাইত
অনিন্দ্যরূপ   আপাদশীর্ষ   অনিমেষে নিরখিত।

° ° ° ° °

ব্যর্থ সকলি   বনবিহঙ্গ   পড়িল না পিঞ্জরে
দৃঢ়মতি সতী   সুরা আনি তবে   রাখিল আপন ঘরে
মিলন সুযোগে   পতির হস্তে   পূর্ণপাত্র দিল
"একি এ ?"   কহিয়া বিস্মিত যুবা   অন্তরে চমকিল।
"সরম কি নাথ !   তুমি পিয়ো যাহা   তুমি ভালবাস যারে
তাহার অধিক   শুদ্ধ আমার   কি আছে ত্রিসংসারে
সেবার লাগিয়া   আসিয়াছি আমি   অন্য চাহি না ভবে—
তোমারি সেবার   অধিকার পেলে,   চিত্রা ধন্য হবে।

° ° ° ° °

দিন চলে যায়   সুরার প্রসাদে   ক্রমে যুবা গৃহবাসী
ললনা ললাম   চিত্রার গুণ   পরা'ল কণ্ঠে ফাঁসি।
গণিকার মায়া   মিলাইয়া গেল   ভোজবিদ্যার প্রায়
অবশেষে শুধু   মদিরামোহিনী   ঘুচানো হইল দায়।
গৃহে গুরুজন   গঞ্জনা আর   পরিজন ধিক্কার
নিমেষের তরে   ম্লান করিল না   বদনদীপ্তি তার
শুধু নিজ হাতে   সুরাবিষ দিতে   চিত্রার দহে বুক

সাধ্বী

পতির মানস রঞ্জনতরে উজ্জল তবু মুখ
উল্লোলগীত প্রমোদরঙ্গে অপগত নিশিদিন
চিন্তা অনলে অন্তর জ্বলে চিত্রা উপায়হীন

° ° ° ° °

বিশ্বাসী তার পিতার ভৃত্য তারে করে আহ্বান
শৈশবে যার অঙ্কে অঙ্গে চিত্রার ছিল স্থান।
তারে দিয়ে কিনি তীব্র মদিরা পাঠায় চিকিৎসিতে
রংটুকু তার রাখি অবিকার জল হবে মিশাইতে,
কনকমুদ্রা অঞ্জলি গেল চিকিৎসকের করে
অমুক্ত-মুখ সুরার বোতল আসিতে লাগিল ঘরে।
তীব্র সুরার আস্বাদে আঁখি বিহ্বল হ'লে পরে
পাত্রের পর পাত্র পূরিয়া লাল জল দিত করে।
একাগ্রতার সাধনার ফলে সিদ্ধি আসিল নেমে
অমলচরিত করিয়া পতিরে বন্দী করিল প্রেমে।

° ° ° ° °

সুখে দিন চলে জলের মতন হবে বৎসর তিন,
পতি অনুরাগ সোহাগে চিত্রা ভুলিল রাত্রিদিন।
প্রস্তরপ্রায় বাজিত বক্ষে পুষ্পের ব্যবধান
যৌবনতরী বাহিয়া চলিল দু'টি দেহ একপ্রাণ।

° ° ° ° °

তার পরে শোন শেষ অঙ্ক এ নিদারুণ কাব্যের
এলো আহ্বান চিত্রার ছোট ভগ্নীর বিবাহের।
সেই আর এই পিতার আলয়ে আর যায় নাই সতী

আনন্দ আর	আকাঙ্ক্ষা মিলি	ঘটাইল দুর্মতি।
সমারোহে সাজি	চলিল চিত্রা	বাষ্প শকট পরে
বান্ধব শত	বেষ্টিত পতি	তারি পার্শ্বের ঘরে।
নগরে লাগিল	বাষ্পীয়যান	চিত্রার মুখে হাসি
অগ্রজ তার	অগ্রসরিয়া	দাঁড়ায়ে রয়েছে আসি।
সঙ্গিনীগণ	সঙ্গে নামিল	ভৃত্যে নামায় ভার
চিত্রার প্রাণ	স্পন্দিত ভয়ে	দর্শন নাহি তাঁর।
সমাগত যত	কুটুম্ব শত	চমকিত চিত সবে,
কক্ষে কক্ষে	সন্ধানি ফিরে	'কি হল কি হল' রবে।
খুঁজিতে খুঁজিতে	অবশেষে শেষ	কক্ষে দেখিল কেহ,
রক্তে ভাসিছে	রাজাসাহেবের	কর্ত্তিত-শির দেহ।
ধরাধরি করি	নামাইয়া নিল	প্রাণহীন তনুভার।
চিত্রার চোখে	নিবে গেল এই	আলোকিত সংসার।
পিতার ভবনে	চরণ না দিয়া	আবাসে আসিল ফিরে;
নারীজন্মের	পরমতীর্থ	পতিহীন মন্দিরে।

০ ০ ০ ০ ০

কি পুছ পথিক! ইহার অধিক সমাপ্ত এ কাহিনী
বৃন্তবিহীন পদ্ম সে আজ সেজেছে সন্ন্যাসিনী।
তাহার জগৎ ভস্ম হয়েছে প্রাণেশের চিতানলে,
লুটায়েছে শির জগৎপতির সিংহাসনের তলে।
দিন আর রাত্রি এক হয়ে গেছে মাস মাস বৎসর,
করে জপমালা নিভৃত নিবাস সমাহিত অন্তর।*

● ০ ০ ● ●

সে দিন অবধি বিশাল সৌধ স্তব্ধ শব্দহীন।
অই মন্দিরে তপস্যা করে চিত্রা যে নিশিদিন।
কে তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিবে এ সাহস আছে কার?
শিবের দুয়ারে নন্দীর মত রাখি আমি এই দ্বার।
আমি সে অভাগা, আমার উমার দুয়ারে পড়িয়া থাকি।
সুরাজল করি আমি আনিতাম রাজা সাহেবের লাগি। *

---

* এলাহাবাদে হিন্দুস্থানী সম্ভ্রান্ত লালা পরিবারের সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। কেবল মাত্র নাম পরিবর্ত্তন করা হইল। বিশ্বকবি ভিন্ন এমন নিদারুণ বিয়োগান্ত কাব্য মানুষের হাতে আঁকা সম্ভব নহে।

গান

("প্রাণগৌর নিত্যানন্দ স্তব"—প্রভাতী স্তব)

১

যেমন দেখতে চাও আমাকে, তেমনি যেন হই হে হরি !
তোমার দেওয়া বোঝা মাথায় সুখেই যেন বই হে হরি !
যা' করা'তে ইচ্ছা তোমার
তাই করিতে ইচ্ছা আমার
আমার আমি ডুবিয়ে দিয়ে মিশে যেন রই হে হরি !
তোমার ভাবে ভাবুক হয়ে তোমার কথাই কই হে হরি !
তোমার যেটা ভাল লাগে
মন যেন মোর তাতেই থাকে
প্রাণের প্রভু তুমি আমার ভিন্ন কভু নই হে হরি !
যে পথে চাও নিয়ে যেতে,
আগে যাব সেই পথেতে,
ঐ খুসীতে মিলিয়ে মিলিয়ে খুসী—
খুসী যেন হই হে হরি !
ঘুচুক আমার সাধের বাঁধন,
এই তো আমার প্রাণের সাধন,
তোমার সাধে সাধ মিশায়ে স্বাধীন হয়ে রই হে হরি !

গান

("একি মধুর ছন্দ"—সুর)

তুমি ভুবনবন্দ্য, শ্যামচন্দ, মধুর নন্দনন্দন
তুমি সরল স্নিগ্ধ, চিরবিদগ্ধ, তপ্ত হৃদয় চন্দন ॥
তব অঙ্গকান্তিধারা—
করে বিশ্বগগন, প্রেমমগন, ভুবন আত্মহারা—
তুমি নীলোৎপল দলশীতল শ্যাম পীত অম্বর—
নিজ ভক্তবশ্য, প্রেম উৎস নিখিল বিশ্ব বন্দন।
একি চরণযুগল-শোভা—
জিনি শত অলক্ত ফুল্লরক্ত কমল ভক্তলোভা।
একি প্রেমসদন মুরলীবদন, অযুত-মদন-মন্মথ—
ব্রজ কেলিকুঞ্জ ভৃঙ্গ গুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জরঞ্জন।
একি আনন্দময় স্বামী—
ব্রজে সদানন্দ দিগদিগন্ত অনন্ত দিন যামি—
তুমি রস-স্বরূপ, ভুবন-ভূপ শ্যামরূপ সুন্দর—
তুমি আদিসত্য পূর্ণতত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বনন্দন।
একি নব জলধর—
একি প্রেমবৃষ্টি, তরল দৃষ্টি আকুল ব্রজবালা
একি অতি বিশাল, ভুজ-মৃণাল, গন্ধচন্দনচর্চ্চিত
ভব চক্রপিষ্ট পতিত কৃষ্ণদাসী অবলম্বন।

গান

তোমারি প্রাণে এ মৃতপ্রাণ প্রাণ পাইল স্বামী !
তোমারি গানে মিলা'য়ে তান গান গাহিনু আমি।
আমার ছিন্ন বীণার যন্ত্রে
বাজিল তোমার অমরমন্ত্রে—
আমার মূক-কণ্ঠ ভরিয়া ধ্বনিছে তোমার বাণী
আমার ধমনী গমনহারা
না ছিল স্পন্দ না ছিল সাড়া
তোমারি শোণিতে নাড়ীতে নাড়ীতে তাল আসিল নামি
আমার বক্ষে তোমার আশা
ভাবনা ভাব বেঁধে বাসা
তোমার দৃষ্টি হইতে নূতন দৃষ্টি লভিনু আমি
তোমারি কর্ম্মে হইব কর্ম্মী
হব তোমারি ধর্ম্মে ধর্ম্মী—
তোমারে সঁপিব তোমারি জীবনে জীবিত-জীবনখানি।

গান

প্রাণ কেন এমন করে কেঁদে ওঠে থাকি থাকি ?
যত আলো যত ভালো কালো মেঘে দেয় গো ঢাকি ।
কোথায় কে যে বাজায় বাঁশী,
কি বেদনা—রাশি রাশি
চোখে যে জল আসে ভাসি' কেমন করে চেপে রাখি ?
শান্তিশতক পড়তে গেলে
কোন্ অশান্ত দুয়ার ঠেলে
আগল আমার ভেঙ্গে ফেলে পাগল করে ডাকি ডাকি ।
আমি থাকি গৃহের মাঝে
ঝড়ো হাওয়া তা-থৈ নাচে,
বিকল করে সকল কাজে হা হা করে যায় যে হাঁকি ।
আকাশে যে সাঁঝের বেলা
রঙে রঙে লাগায় মেলা
বুকের মাঝে কে দেয় ঠেলা উতলা হয় পরাণপাখি ।
যেতে চাই সমুখের পানে
পিছন হ'তে কে যে টানে,
কে চায় আমার মুখের পানে শিশির ধোয়া কমল আঁখি ।
মুখ লুকিয়ে বুকের তলে,
কে গো কাঁদো ফুলে ফুলে ?
ভেসে যাই যে চোখের জলে কেমন করে সয়ে থাকি ?

পুলক-বেদনা

ও মোর সর্ব্বস্বনিধি! তোরে না পেতাম যদি
আঁধার এ সুদীর্ঘ জীবন—
কেমনে কাটিত মোর? বল্ বল্ ননীচোর!
রে গোপাল! ভুবনমোহন!
ও তোর মুখের হাসি, তরল জ্যোছনারাশি,
আধ আধ অমৃত-বচন,
প্রাণ-তিরপিতকরা ভাবনা বেদনাহরা
ঢল ঢল বিশাললোচন।
যখন ও আঁখি তুলি' মা বলিয়া মধুবুলি
শ্রবণে ঢালিস্ দুখিনীর,—
জগতের কান্নাহাসি সে তরঙ্গে যায় ভাসি'
উথলিত অমৃত নদীর॥
জন্ম জন্ম পুণ্যফলে তোমা' পাইলাম কোলে
ও আমার ননীর পুতলি!
স্নেহে গড়া তনুখান, ওরে মোর শতপ্রাণ!
যাদুমণি! ডাকিব কি বলি?
জীবন জুড়ান মণি! শুধুই সুধার খনি!
রূপজলধির মহারত্ন!
গুণের না পাই সীমা, মূর্ত্তিমন্ত মধুরিমা!
আমি কি জানিব তোর যত্ন।

আপনি হৃদয়ে এলি, অশ্রুজল মুছাইলি
ফিরালি' মরণপথ হ'তে।
ও চাঁদ মুখের হাসি, ধুয়ে দিল ব্যথারাশি
চলাইল জীবনের পথে॥
আজ শুধু জাগে মনে না পাইলে তোমাধনে
কি জানি কি হইত আমার।
(এই) পুলক-বেদনা আজি মর্ম্মে মর্ম্মে উঠে বাজি
শিহরে পরাণ বার বার॥

বনফুল

ক্ষীণপ্রাণ অল্পমূল লতা শীর্ণবাহু পসারিয়া তার
যাহা পায় ধরি তুলে মাথা কষ্টে চাহি দেখে চারিধার
তাহার বিরলপত্র শাখে একি রূপ একি রূপরাশি
বনান্তের জীর্ণতার ফাঁকে উঁকি দেয় শতসূর্য্য আসি
একি লাল নয়ন ধাঁধিল একি ঘন শোণিত সিন্দুর
এত রক্ত কোথা ওর ছিল ? একি ফুল ভীষণে মধুর !
তুচ্ছ ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন লোকলোচনের অগোচর
তার অঙ্গে অঙ্গে একি রঙ, একি রক্ত ঝরে ঝর ঝর।

চতুঃসম

তাই ভাবি চাহিয়া চাহিয়া ছিল এর কোন প্রয়োজন
ওই শীর্ণ লতারে ঘেরিয়া এ বিচিত্র চিত্র আয়োজন
ধরণীর প্রান্ত অন্তরালে এই ফুল ফোটা প্রাণপণ
ওর ক্ষীণ-বুকফাটা লালে লাল হবে কোন্ শ্রীচরণ !

কই তবে আর কেন দেরী ? পাদপদ্ম বাড়াও বাড়াও
রূপহীনা লতা যায় মরি তাহার এ ফুল তুমি নাও
পর পর মরিতে মরিতে আঁখি সে মেলিবে একবার
অন্তিমের নিঃশ্বাস ফেলিতে দেখে যাবে সার্থকতা তার ।

রজনী দিন ধরণী লীন আনত দীন আঁখি
দু'হাতে ঠেলি' মলিন ধূলিপুঞ্জ,
পরাণপণে নখের কোণে উঠাও খুঁটিয়া কি ?
কৃপণ ! ওরে ভিখারী ওরে উঞ্ছ !
কৃপার গুঁড়া হাসির কুচি কুড়ায়ে,
প্রমোদভরে পরাণ নিলি পূরা'য়ে,
সময়হীন ওরে ও দীন ! দিন যে গেল ফুরা'য়ে
শিমূল পাশে কিসের আশে গুঞ্জ ?

উঞ্ছ

ঝুলি যে ভারি তুলিতে নারি বহিয়া চলে'ছ কি ?
অভাগা ওরে ভিখারী ওরে উঞ্ছ !

কি ধন দিয়া পূরা'লি হিয়া খুলিয়া দেখ দেখি,
কাঙাল ওরে পাগল মোর উঞ্ছ !
কি অবহেলা হাসির খেলা মণির দরে মেকি,
প্রাণের মাঝে কি বিষবাণ ভুঞ্জ।
এবার ঝুলি খুলিয়া ধূলি ফেলো রে !
জীবনাকাশ আঁধারি' সাঁঝ এলো রে,
সকল দিন বিফলে বহি' গেল রে,
কুড়া'লি না সে অমূল মণিপুঞ্জ,
পরাণপুর পূরাও এবে সফল নিধি রাখি'
কৃপণ ওরে ভিখারী ওরে উঞ্ছ !

এবার চল্ ওরে পাগল ! পরাণ বঁধু পাশে
চিন আপন জনের প্রেমকুঞ্জ,
এ অঞ্জলি মেলিয়া ধর তাহারি কৃপা আশে
কৃপণ ওরে কাঙাল মোর উঞ্ছ !
কমল আঁখি অমল সুধা বরষে,
অনল তাপ জুড়া'বে তা'র পরশে,
কোমল সেই শ্যামলরূপ দরশে,
জুড়া'বে তোর প্রাণের জ্বালাপুঞ্জ,
তাহারি প্রেম শুদ্ধ হেম কুড়াও খুঁটিয়া সে
কৃপণ ওরে ভিখারী ওরে উঞ্ছ !

চতুঃসম

কুড়াও ধন হরিস্মরণ পূরাও ঝুলিটিবে,
সাজাও তার সেবক-সেবাকুঞ্জ,
কুড়াও নাম গানের মণি ভাবের মতিহীরে,
কৃপণ ওরে ভিখারী ওরে উঞ্ছ!
ভকত পদে শরণ লহ লুটিয়া,
চরণধূলি মানিক তোল' খুঁটিয়া,
সফলনিধি এবার লহ লুঠিয়া,
এ শুভযোগ সুযোগ নাহি মুঞ্চ,
তাহারি প্রীতি পরম নিধি পূরাও মন্দিরে,
কাঙাল ওরে ভিখারী ওরে উঞ্ছ!

ওরে ব্যথিত! প্রবঞ্চিত! আহতচিত মোর!
আর কেন এ বিফল শ্রম ভুঞ্জ?
যেথায় আছে অকপট সে প্রেমিক বঁধু তোর,
সেথায় চল্, পাগল ওরে উঞ্ছ!
অভয় তা'র শ্রীকর পরশন,
যেথায় ব্যথা করিবে মার্জ্জন,
চিরশরণ লভিতে চল মন!
নয়ন মুছি আজিকে শোক মুঞ্চ,
তারি করুণা মণির কণা জীবন ভরি' তোর
উপচি' যা'বে ওরে কৃপণ উঞ্ছ!

মুক্ত

আমি আকাশের পাখি আকাশের লাগি
মন মোর উন্মন

তারে সোহাগ-শিকলে তোমরা সকলে
কেন কর বন্ধন ?

আমি আপনার মনে এ কুটীর কোণে
বাঁধা আছি পিঞ্জরে,

ওগো অনাদর-দ্বার থাক্ খোলা তা'র
দিও না বন্ধ করে।

এই বাঁধা ঘেরা ঘর ক্ষীর ননী সর
রত্ন খচিত দাঁড়,

আমি ভোগ করি সব সুখ-বৈভব
স্বেচ্ছায় আপনার।

যবে উড়ু উড়ু মন চাহিবে গগন
শুনে' অসীমের ডাক্,

মোরে সেই ক্ষণেতেই হইবে যেতেই,
থাক্ দ্বার খোলা থাক্।

চতুঃসম

আর প্রেম-হেমরাশি টানিও না কষি'
টন্ টন্ করে হিয়া
ওগো মুক্তির দ্বার বেঁধে না আমার
আদর-আগল দিয়া।